একমেবাদ্বিতীয়ম্।

রাজনারায়ণ বসুর

বক্তৃতা।

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১৭৯২ শক।

বিজ্ঞাপন।

"রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর উক্ত মহাশয় দ্বারা যে সকল বক্তৃতা রচিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার অনুমত্যনুসারে একত্র সংগ্রহ করিয়া "রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, দ্বিতীয় ভাগ" এই নামে প্রকাশ করিলাম। বোধ হয় ইহা দ্বারাও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ উপকার হইতে পারিবে। গোপগিরির প্রথম দুই বক্তৃতা ব্যতীত অন্য যে সকল বক্তৃতা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল, তাহা পূর্ব্বে গ্রন্থাকারে কখন প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকারের রচিত কতকগুলি ব্রহ্ম-সঙ্গীতও দেওয়া গেল।

এলাহাবাদ।
১৭৯২ শক।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও চরিত্র-সংশোধনের কর্ত্তব্যতা।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

২৪শে আশ্বিন। ১৭৮৭ শক।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী; এমন স্থান নাই, যেখানে ঈশ্বরের সত্তা নাই। কি নক্ষত্রে, কি সমুদ্রের তলে, তিনি সর্ব্বত্রই স্থিতি করিতেছেন। ঈশ্বর যে কেবল সর্ব্বব্যাপী, তাহা নহে। তিনি সর্ব্বব্যাপী অথচ পিতা ও সুহৃৎ। সর্ব্বব্যাপিত্বের সঙ্গে তাঁহার পিতৃত্ব ও সুহৃত্ত্ব সংযুক্ত হইয়া তাঁহাকে আমাদের নিকট করিয়া দেয়। তিনি পিতার পিতা, তিনি পরম মাতা; তাঁহার প্রেম-পূর্ণ-দৃষ্টি আমাদের সকলের উপর নিপতিত রহিয়াছে। যিনি ত্রিভুবন-রাজা, যাঁহার অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু আকাশ-পথে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, যিনি অনির্দ্দেশ্য-স্বরূপ, যিনি অমনা, যিনি মহান্ আত্মা, তাঁহার সহিত আমার নিকটতম সম্বন্ধ, এই জ্ঞান তাঁহা হইতে প্রাপ্ত হইয়া আশ্চর্য্য হইতেছি। ব্রাহ্ম-

ধর্ম্মের এই প্রধান গৌরব যে ঈশ্বরকে সন্নিকট করিয়া দেয়। অন্যান্য ধর্ম্ম ঈশ্বরের সমীপস্থ হইবার জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে বলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ দেন, পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পিতার নিকটবর্ত্তী হও। পুত্র পিতার নিকট যাইবে, তাহাতে সঙ্কোচ কি? কেবল এইমাত্র চাই, পাপ হইতে বিমুক্ত থাক; পাপে অভিভূত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হওয়া যায় না, যে হেতু তিনি পরিশুদ্ধ ও পবিত্র। তাঁহাকে জানি যে তিনি নিকটতম পদার্থ, অথচ তাঁহার সাক্ষাৎ পাই না, ইহার কারণ কি? পাপই ইহার কারণ। যদি নিষ্পাপ হই, প্রাণের সহিত কর্ত্তব্য সাধন করি, ঈশ্বর অবশ্য আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইবেন। আমাদিগের কি দুর্ভাগ্য! আমরা অমৃত-সাগর দ্বারা বেষ্টিত আছি, অথচ সেই অমৃত পান করিতে পারিতেছি না। পাপ হইতে বিমুক্ত হইলে সহজেই তিনি আত্মাতে প্রতিভাত হয়েন। যেমন মস্তকাবরণ মোচন করিলে মস্তক সহজেই আকাশে সংলগ্ন হয়, তেমনি পাপাচরণ হইতে আত্মা মুক্ত হইলে পরমাত্মার সহিত সহজেই তাহার মিলন হয়। যেমন গৃহের বাতায়ন উদ্ঘাটন করিলে, সূর্য্য-রশ্মি তাহাতে সহজে প্রবেশ করে, তেমনি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিলেই ঈশ্বর-রশ্মি হৃদয়াকাশে সহজে প্রবেশ করে। তিনি ব্যতীত তৃপ্তি লাভের উপায়ান্তর নাই। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন স্থানেই তৃপ্তি নাই। তৃপ্তির জন্য ধনের দ্বারে উপনীত হই, ধন উত্তর প্রদান করে "তোমাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পারি, তোমার কোষাগার সমৃদ্ধি-পূর্ণ করিতে পারি, কিন্তু তৃপ্তি-ফল প্রদান করিতে সক্ষম নই।" মানের দ্বারে উপস্থিত হই,

মান উত্তর প্রদান করে "তোমাকে উচ্চ পদে উত্থাপিত করিতে পারি, সকলেই তোমাকে সম্মান করিবে, সকলেই তোমার পদানত হইবে, কিন্তু তৃপ্তি দিতে পারি না।" যশের দ্বারে উপনীত হই, যশ উত্তর প্রদান করে "আমি এমন করিতে পারি যে তোমার খ্যাতিতে সমস্ত মেদিনী পূর্ণ হইবে, তোমার নাম সমস্ত পৃথিবীতে নিনাদিত হইবে, কিন্তু তৃপ্তি প্রদানে সমর্থ নহি।" এই রূপে আমরা দ্বারে দ্বারে তৃপ্তির জন্য প্রকৃত সুখের জন্য ভ্রমণ করি, কোথাও তৃপ্তি-ফল প্রাপ্ত হই না। আমরা তৃপ্তি লাভের জন্য অন্যের দ্বারে ভ্রমণ করি, কিন্তু যিনি প্রকৃত সুখ প্রদান করিতে পারেন, তিনি হৃদয়দ্বারে আপনা হইতে আসিয়া সুমধুর স্বরে তথায় প্রবেশ প্রার্থনা করিতেছেন, আমাদের পাষাণ-হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। করুণাময়ী মাতা অমৃতপাত্র হস্তে লইয়া বলিতেছেন, "বৎস! পাপ-বিষ তোমাকে জর্জ্জরিত করিয়াছে, আমি তোমার জন্য অমৃত-পূর্ণ পাত্র আনিয়াছি, দ্বার উদ্ঘাটন কর, আমি প্রবেশ করিয়া তোমাকে সেই পাত্র প্রদান করিব।" আমরা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করি না। পাপ তাঁহাকে হৃদয় দ্বার হইতে দূর করিয়া দেয়। আহা! কি প্রকারে এই দুর্গতির অপনোদন হইবে? হে পরমাত্মন্! কি দুঃখের বিষয়! অমৃতসাগরে বেষ্টিত আছি, অথচ অমৃত পান করিতে সমর্থ হইতেছি না। এ কি বিড়ম্বনা! তুমি ভিন্ন কে এই বিড়ম্বনা হইতে মুক্ত করিবে? তুমি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি করিলে তোমার অমৃত-স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইব, নিত্য পূর্ণানন্দ উপভোগে সক্ষম হইব। হৃদয়ধন! হৃদয়ে প্রবেশ কর, হৃদয়ে

আবির্ভূত হও। তাহা হইলে আমাদিগের সকল দুঃখ দূর হইবে, আমাদিগের এই চির-তৃষিত আত্মা চিরদিনের জন্য চির-জীবনের জন্য পরিতৃপ্ত হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

১৭ই কার্ত্তিক। ১৭৮৭ শক।

"আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি।"

জীবাত্মাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিবে। ঈশ্বর অন্তরের অন্তর, প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন ও আত্মার আত্মা। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জীবাত্মা স্থিতি করিতেছে। চরাচর যেমন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, জীবাত্মা তেমনি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। ভৌতিক জগৎ যদি ঈশ্বর হইতে পৃথক হয়, তাহা হইলে সে যেমন বিধ্বংস হয়, তেমনি আত্মা যদি ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে আত্মার আর চৈতন্য থাকে না। ইহা অতি গম্ভীর সত্য যে পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া জীবাত্মা স্থিতি করিতেছে। ঈশ্বর আত্মার প্রতিষ্ঠা-ভূমি। প্রাচীনদিগের জ্ঞানশাস্ত্র উপনিষদে এই ভাবের কথা পুনঃ-পুন প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপনিষদের প্রায় সকল স্থানেই এই উপদেশ যে পরমাত্মাকে স্বীয় অন্তরে আত্মার আত্মারূপে জীবনের জীবনরূপে প্রাণের প্রাণরূপে উপলব্ধি করিবে। এই সত্যটী উপনিষদের জীবনস্বরূপ। উপনিষদের প্রধান গৌরব এই যে অন্য জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ অপেক্ষা তাহাতে এই সত্যের বিশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশ্বর

আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমরা প্রাণ হইতে বিচ্ছিন্ন হই, ইহা অপেক্ষা নিকট সম্বন্ধ আর কি হইতে পারে? যখন এই সত্য আমরা উজ্জ্বল রূপে প্রতীতি করি, তখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব কেমন বৃদ্ধি হয়। যখন দেখি যে, তিনি আমাদের প্রাণ মন সকলেরই মূলীভূত, এক মুহূর্ত্ত তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমাদের আর কিছুই থাকে না। যখন দেখি যে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমরা সকলই লাভ করিতেছি। তখন তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব কেমন দৃঢ়ীভূত হয়। যখন দেখি যে, আমরা তাঁহা হইতে প্রাণ পাইয়া তাঁহা-তেই জীবিত রহিয়াছি, তখন তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব যেমন দৃঢ়ীভূত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিও কেমন বর্দ্ধিত হয়। যখন জানিতে পারি যে, তিনি প্রাণের প্রাণ, প্রীতি আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। তিনি আমার এত নিকট যে, আমি আমার তত নিকটে নহি। তিনি আমাদের এত নিকট, এই জন্য তিনি আমাদের এতই প্রিয়। তিনি—

"প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ।"

তিনি পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অন্য সকল বস্তু হইতে প্রিয়তর।

পরমাত্মা আমাদের এত নিকটে রহিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহা উজ্জ্বল রূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। এ কেবল আমাদিগেরই দোষ তাহার সন্দেহ নাই। এ দুঃখের কথা কাহাকে জ্ঞাপন করিব যে, সুহৃৎ আমা হইতে আমার আরো নিকটে রহিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহা হইতে দূরে আছি। তিনি

হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাণের প্রাণ-রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু আমি তাঁহা হইতে দূরে রহিয়াছি। আমাদের অন্তরে পরম ধন নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা ধনের আশয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। দেখ গৃহস্থ আপনার গৃহস্থিত ধনের অনাদর করিয়া অন্যত্র ধনের অন্বেষণ করিতেছে, নিজ গৃহে অমূল্য মণি রহিয়াছে, কিন্তু সে তাহার মর্য্যাদা না জানিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। এরূপ মনুষ্য কি দুর্ভাগ্য! বাস্তবিক আমাদিগের দুর্ভাগ্যের শেষ নাই, আমরা আমাদের অন্তরস্থিত বহুমূল্য রত্ন দেখিয়াও দেখি না। যে মণি আমাদের আত্মার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, তাহার উজ্জ্বলতার কথা কি বলিব? সূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল কিরণ, শশধরের অনুপম জ্যোতিঃ তাহার নিকটে ম্লান হয়। ভাবিয়া দেখ আমরা কিছু সামান্য জীব নহি, আমরা অতি মহৎ। যখন সেই পরমাত্মা আমাদিগের হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন, তখন আমাদের কি সামান্য গৌরব? কিন্তু হায়, আমরা কি মহৎ পদার্থ, তাহা আমরা ভ্রমেও একবার চিন্তা করি না। আমরা সংসারের অধম বিষয়েই সতত নিমগ্ন, আমরা আমাদের নিজ মহত্ত্ব একবারে ভুলিয়া গিয়াছি। ভুলিয়া গিয়া এমনি নীচ হইয়া পড়িয়াছি যে এই প্রমরণশীল সংসারই আমাদের সর্ব্বস্ব হইয়াছে। আমাদের অন্তরে অমূল্য ধনের খনি রহিয়াছে, তাহা হইতে আমরা অশেষ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নাই, আমারা পৃথিবীর বাহ্য খনি হইতে ধন উত্তোলন করিয়া কিসে ধনী হইব, এই লইয়াই ব্যস্ত। তাহার জন্য আমরা কত পরিশ্রম, কত যত্ন, কত অধ্যবসায় ও কত কষ্ট স্বীকার

করিয়া থাকি, কিন্তু কেবল পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে আমরা যে অনায়াসে সেই মহামূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইতে পারি, যাহা লাভ করিলে আমরা সম্রাট্ অপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালী হই, সে বিষয়ে আমাদিগের অনুরাগ নাই। আমাদের অন্তরেই প্রকৃত আনন্দের প্রস্রবণ নিহিত রহিয়াছে, আমরা যদি সেই প্রস্রবণ এখানে প্রমুক্ত করি, তবে তাহা পরকালে ক্রমশঃ নদীরূপে, সমুদ্ররূপে পরিণত হইয়া কল্পনার অতীত অনির্বচনীয় সুখ প্রদান করিবে। এখানেই সে আনন্দের আরম্ভ হয়, আলোচনা কর, চেষ্টা কর, এখানেই সে আনন্দ প্রাপ্ত হইবে। যদি এখানে তাহা প্রাপ্ত না হও তাহা হইলে "মহতী বিনষ্টিঃ।" তাহা হইলে ইহকালে অতি অধম অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইবে ও পরকালের অবস্থাও অতি শোচনীয় হইবে। অতএব এখানেই তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা কর। সেই পরম ধন সনাতন ধনকে লাভ কর, যে ধন চোরে অপহরণ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহাকে অবগত হও, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যত্নশীল হও। অন্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ কর, চেষ্টা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। আহা! কবে সেই অমৃতের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইবে, কবে আমরা তাহা হইতে অমৃত পান করিয়া চরিতার্থ হইব। আমাদের হৃদয় অতি কঠিন, এই জন্য সেই অমৃতের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইতেছে না। যে ব্যক্তির হৃদয়ে সে প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইয়াছে, তাহার এক নূতন জীবন লাভ হয়। তাহার মুখশ্রী স্বতন্ত্র, তাহার ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাহার সকলই স্বতন্ত্র হয়; বাস্তবিক সে ব্যক্তি এক নূতন মূর্ত্তি নূতন বেশ ধারণ করে। অন্য লোকের সঙ্গে তাহার তুলনাই হইতে পারে না। তাহার মন মধুর হয়, বাক্য মধুর হয়, কার্য্যও মধুর

হয়। তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের মাধুর্য্যে অপর সকলেই তাহার প্রতি প্রীতি-রসে বিগলিত হয়।°

হে পরমাত্মন! তুমি আমাদের প্রাণের প্রাণ ও জীবনের জীবন। তুমি আমাদের অন্তরতম প্রিয়তম পদার্থ; তোমার সমান আমাদিগের আর কে আছে? তুমি আমাদের একমাত্র সুহৃৎ। তুমি অন্তরে বিরাজমান থাকিয়া আমাদিগের শরীর মন আত্মাকে রক্ষা করিতেছ। তোমা হইতেই আমরা সংসারের যাহা কিছু সকলি প্রাপ্ত হইতেছি। তুমি আত্মার আত্মা, তোমারই আশ্রয়ে আমাদের আত্মা স্থিতি করিতেছে। তুমি প্রাণের প্রাণ; তোমা হইতেই আমরা প্রাণ পাইয়াছি। হে নাথ! তুমি আমাদের এত নিকটে, কিন্তু আমরা তোমা হইতে দূরে রহিয়াছি। তুমি আমাদের এমন সুহৃৎ, কিন্তু আমরা তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি। হায়! আমাদিগের মনের অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে আমাদের শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। আমরা আর চেতনাবান্ মনুষ্য বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারি না, কেননা একটু চেতনা থাকিলে আমরা আমাদের চেতনের চেতনকে দেখিতে পাইতাম। আমরা নিতান্তই পাষাণসমান অসাড় হইয়া গিয়াছি। নাথ! এ দুর্গতি হইতে আমরা কিসে মুক্ত হইব? তোমা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। তুমি করুণার সাগর; তুমি আমাদের আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর। আমরা যেন হৃদয়ধামে সতত তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ভাগলপুরে ব্রহ্মোপাসনার বক্তৃতা।

কার্ত্তিক। ১৭৮৯ শক।

প্রীতি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে; প্রীতি দ্বারা তাহা রক্ষিত হইতেছে। ঈশ্বর আপনার আনন্দ অন্যকে বিতরণ করিবার জন্য জীবের সৃষ্টি করিলেন, তিনি এক্ষণে সকলকে আপনার স্নেহগুণে বদ্ধ করিয়া জননীর ন্যায় সকলকে পালন করিতেছেন। প্রীতিতে আমরা জীবিত রহিয়াছি; প্রীতি আমাদিগের সকল উদ্বোধ, ভাব ও কার্য্যের মূল; প্রীতি দ্বারা আমাদিগের মন ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। প্রীতি নিরাকার পদার্থ। গাঢ় হস্তস্পর্শ, প্রফুল্লকর ঈষৎ হাস্য, অমৃতময় মধুর শব্দ বন্ধুর প্রীতি প্রকাশ করে; কিন্তু সে সকল প্রীতি নহে, সে সকল অন্তরস্থ প্রীতির বাহ্য চিহ্ন-স্বরূপ; প্রীতি স্বয়ং নিরাকার পদার্থ। প্রীতি নিরাকার পদার্থ কিন্তু জীবন, যৌবন, ধন, মন, প্রাণ সকলই উহার বশীভূত। প্রীতি সুখের সার, তাহা আমাদিগের চিত্তকে পরিত্যাগ করিলে সকলই নীরস বোধ হয়, আমরা জীবনে যেন মৃতপ্রায় হইয়া থাকি। যেমন রসনা-পরিতৃপ্তি জন্য বিবিধ অন্ন পান আছে এবং জ্ঞানের পরিতৃপ্তি জন্য জ্ঞানের বিবিধ বিষয়ীভূত পদার্থ আছে, তেমনি প্রীতি-বৃত্তির চরিতার্থতা জন্য নানাবিধ পদার্থ আছে। পিতার প্রতি প্রীতি একরূপ, সন্তানের প্রতি প্রীতি অন্য-

রূপ ; স্ত্রীর প্রতি প্রীতি একরূপ, বন্ধুর প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; গুরুর প্রতি প্রীতি একরূপ, শিষ্যের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; প্রভুর প্রতি প্রীতি একরূপ, ভৃত্যের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; মিত্রের প্রতি প্রীতি একরূপ, শত্রুর প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; স্বদেশের প্রতি প্রীতি একরূপ, সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ; অচেতন পদার্থের প্রতি প্রীতি একরূপ, সচেতন পদার্থের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; বিশুদ্ধ প্রীতি একরূপ, অবিশুদ্ধ প্রীতি অন্যরূপ। যেমন জল একই পদার্থ, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আধারে পতিত হইয়া বিশুদ্ধ কিংবা অবিশুদ্ধ আকার ধারণ করে, প্রীতিও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। প্রীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের এই কয়েকটী নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। যাহাকে আমি ভাল বাসি সে অন্যকে ভাল বাসিবে না, কেবল আমাকেই ভাল বাসিবে, এমন ইচ্ছা করা অন্যায়। অবিহিত ও অবিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রীতি করা কর্ত্তব্য নহে। প্রিয় ব্যক্তির অনুরোধে আমাদিগের ধর্ম্মভাব সঙ্কুচিত করা উচিত হয় না। প্রিয় ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে দোষশূন্য মনে করিয়া তাহাকে আমাদের উপাস্য পুত্তলিকা করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদিগের চিত্তকে কোন মর্ত্ত্য প্রীতি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইতে দেওয়া উচিত হয় না। প্রীতির এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে আমরা ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে সমর্থ হই। যদি প্রীতি কি পদার্থ জানিতে ইচ্ছা কর, তবে জীবিতকে জিজ্ঞাসা কর, জীবন কি পদার্থ ; ঈশ্বরভক্তকে জিজ্ঞাসা কর ঈশ্বর কি পদার্থ। প্রীতি দ্বারা

আমরা ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করি। ঈশ্বর যেমন ভক্তগণের হৃদয়কুটীরে দর্শন দেন, জ্ঞানীর আত্মারূপ শোভনতম প্রাসাদে সেরূপ দর্শন দেন না। যখন সামান্য প্রীতিও অতি সুখের বিষয়, যখন স্নেহের জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার বিশুদ্ধ সুখের কারণ হয়, তখন যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, তাঁহাকে সমস্ত হৃদ-য়ের সহিত প্রীতি করা, আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক ভাব তাঁহাকে অর্পণ করা কত সুখের বিষয় না হয়! প্রীতি অধ্যাত্ম-যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম্মপ্রচারের একমাত্র উপায়। যদি প্রচার কার্য্যে ব্যাঘাত দিবার জন্য শত সহস্র শত্রু খড়্গ-হস্ত হইয়া আমাদিগের প্রতি ধাবিত হয়, তথাপি তাহাদিগের প্রতি প্রীতি-ভাব যেন আমাদিগের হৃদয়কে পরিত্যাগ না করে। বিদ্বেষ এবং কটুকাটব্য ও কর্কশ ব্যবহার দ্বারা একটী ব্যক্তিকেও ধর্ম্মে আনয়ন করা যায় না, প্রীতি দ্বারা সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ধর্ম্মে আনয়ন করা যায়। হে পরমাত্মন্! প্রীতি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছ, সে ভার সম্যক্ রূপে পালন করিবার ক্ষমতা এ অকিঞ্চনকে প্রদান কর। অন্যান্য বাগ্মী মহাত্মারা অধ্যাত্ম-যোগের মহোচ্চ সত্য সকল ঘোষণা করুন, অথবা কর্ত্তব্য জ্ঞানে বিরাজিত ঈশ্বরের প্রভাব কীর্ত্তন করুন, এ অকিঞ্চনের এই কার্য্য হউক যেন কেবল প্রীতিরূপ সুকোমল উপায় দ্বারা তোমার ধর্ম্ম প্রচার করে। এই অকি-ঞ্চন দ্বারা প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রীতি ভাবের বিশিষ্টরূপ সঞ্চার কিয়ৎ পরিমাণেও সম্পাদিত হয়, এই অকিঞ্চন যেন চির কাল সেই মধুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। যৌবনে তোমার প্রীতি

কীর্ত্তন করিয়াছি, প্রৌঢ়াবস্থায় তোমার প্রীতি কীর্ত্তন করিয়াছি; এক্ষণে বয়স্ ক্রমে অধিক হইতে চলিল, সংসারের শীতল ভাব যেন আমার আত্মাতে প্রবেশ না করে। আমি যেন তোমার প্রতি প্রীতি ও মনুষ্যের প্রতি প্রীতি বিস্তার কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকি। যেখানে বিবাদের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইতে দেখি, সেখানে "বিগতবিবাদং" যে তুমি তোমাকে স্মরণ করিয়া সেই বিবাদ প্রশমনে যেন আমি যত্নবান্ হই। যদ্যপি আমি সে পবিত্র কার্য্যে সুসিদ্ধি লাভ নাও করিতে পারি, তথাপি তাহাতে যেন ক্ষুণ্ণ না হই। সতত তোমার প্রীতি যেন আমার হৃদয়ে বিরাজিত থাকে। প্রীতি আমার বাক্য মধুময় করুক; প্রীতি আমার কার্য্য মধুময় করুক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ।

১৯শে আশ্বিন। ১৭৯০ শক।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন। এই অসীম শূন্য শূন্য নহে, সেই জ্যোতির জ্যোতি দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আমরা সর্ব্বদা অমৃত সাগর দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছি, হস্ত প্রসারণ করিয়া সেই অমৃত পরিগ্রহণ পূর্ব্বক মুখে তুলিয়া পান করিলেই হয়, কিন্তু আমাদিগের কি দুর্ভাগ্য তাহা আমরা পান করিতে সমর্থ হই না। সে অমৃত-পানের প্রতিবন্ধক কি? রিপুগণের প্রবলতা। দুরন্ত রিপুগণ আমাদের আত্মার উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য করিতেছে। আমরা প্রবৃত্তি-স্রোত দ্বারা সর্ব্বদা নীয়মান হইতেছি; আমরা যদি আত্মারূপ তরণীকে এক হস্ত পরিমাণ ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাই, প্রবৃত্তির স্রোত আমাদিগকে শত হস্ত পরিমাণ পশ্চাৎ দিকে লইয়া ফেলে। ঈশ্বরের অনুরোধ অপেক্ষা রিপুগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে আমরা অধিক ব্যগ্র। কোথায় রিপুগণ আমাদের দাস হইয়া থাকিবে, তাহা না হইয়া প্রভুবৎ আমাদিগের উপর আধিপত্য করিতেছে। তাহাদের প্রলোভন অতিক্রম করা আমাদের অতীব দুষ্কর বোধ হয়। কেমন মনোরম বেশে প্রত্যেক রিপু তাহার মোহিনী শক্তি প্রকাশ করিতেছে! পুষ্পমালায় সুসজ্জিত কাম সুমধুর সুকোমল মনোহর গীতি গান করিয়া পুষ্পময় পথে

আহ্বান করিতেছে, কিন্তু সেই পুষ্পময় পথে কি সর্প লুক্কায়িত আছে, তাহা আমরা বিবেচনা করি না। ক্রোধ, শাণিত তরবারি আমাদের হস্তে দিয়া বৈরনির্যাতনের সুখ উপভোগ করিতে আহ্বান করিতেছে। লোভ, ধন মান যশ উপার্জন জন্য ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিবার উপদেশ প্রদান করিতেছে। কখন কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার ছবি প্রদর্শন করিতেছে, কখন বা বৃহদায়তন রাজ্য লাভের আশার উদ্রেক করিতেছে, কখন বা লক্ষ লক্ষ মুখনিঃসৃত প্রশংসাধ্বনি কল্পনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইতেছে, কখন বা লক্ষ লক্ষ পদানত লোকের চিত্র মনের সম্মুখে আনয়ন করিতেছে। মোহ, ঈশ্বর-বিস্মরণ-কারিণী মদিরা হস্তে লইয়া আমাদিগকে তাহা পান করিতে বলিতেছে, কহিতেছে—"অয়ং লোকঃ, নাস্ত্যপরঃ।"—এই লোকই সর্ব্বস্ব, পরলোক নাই, এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে তাহার অনুবর্ত্তী করিতেছে এবং সংসারে নিতান্ত আসক্ত করিয়া ফেলিতেছে। চর্ম্মময় কোষকে ফুৎকার দ্বারা বালক যেমন স্ফীত করে, সেইরূপ মদ বৃথা গর্ব্ব দ্বারা আমাদিগের আত্মাকে স্ফীত করিতেছে। ধনী মানী জ্ঞানীর অগ্রগণ্য বলিয়া মনুষ্যকে নিজের নিকট প্রতীয়মান করাইতেছে। সাংসারিক সম্পদ্‌ই প্রকৃত সুখের আকর এই মোহন মন্ত্র কর্ণকুহরে প্রদান করিয়া মাৎসর্য্য আমাদিগকে পরশ্রীতে কাতর করিতেছে। রিপু সকল এই রূপ কুটিল বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে পরাজয় করা দুষ্কর। তাহারা উল্লিখিত কুটিল বেশ অপেক্ষা কুটিলতর বেশ ধারণ করে তখন তাহাদিগকে পরাজয় করা আরো দুষ্কর হয়।

রিপু সকল ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের নিকট আগমন করে।

আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে কত লোকে মহাভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় কামাচরণকে ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত করিতেছে।

ক্রোধপরবশ হইয়া এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোক অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোককে বিদ্বেষ নয়নে দর্শন করিতেছে, এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোক অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোককে নিগ্রহ করিতেছে, এমন কি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে সংহার করিতে উদ্যত হইতেছে। তাহারা বিবেচনা করে না যে, মনুষ্য ভ্রান্ত জীব, তাহাদের নিজের যেমন স্বভাবতঃ ভ্রম হইতে পারে তেমনি অন্য লোকেরও স্বভাবতঃ ভ্রম হইতে পারে। আরো দুঃখের বিষয় যে দুই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যত সাদৃশ্য, অল্প মত প্রভেদের জন্য তাহাদের-মধ্যে তত বিদ্বেষ দৃষ্ট হয়। তাহারা বিবেচনা করে না যে দুই মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ঠিক এক সমান হইতে পারে না তেমনি দুই মনুষ্যের ধর্ম্মমত ঠিক এক সমান হইতে পারে না। তাহারা বিবেচনা করে না ধর্ম্মমতের প্রভেদ হইলেও দুই মনুষ্যের প্রণয়ের ব্যাঘাত হইতে পারে না। তাহারা বিবেচনা করে না যখন আস্তিক ও নাস্তিকের মধ্যে প্রণয়ের দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে তখন পরস্পর নিকট সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকদিগের কেন না প্রণয় হইতে পারিবে?

লোভ ধর্ম্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের চিত্তকে আক্রমণ করে। ধার্ম্মিক বলিয়া সকলেই আমার খ্যাতি ঘোষণা করিবে—স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর প্রভুত্ব করিব—তাহারা পদানত

থাকিবে—তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিব—মনের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে আমার একান্ত বশবর্ত্তী করিব, লোভ ধার্ম্মিকের মনে এই সকল লালসার উদ্রেক করে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই প্রকার লোভে আক্রান্ত হইয়া আপনার ও অন্যের মঙ্গলের পথে কণ্টক রোপণ করেন। এবম্প্রকারে লোভ সমান-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য ও অপ্রণয় সঞ্চার করিয়া প্রচুর অনিষ্ট সম্পাদন করে। ধর্ম্মবেশধারী লোভ একবার প্রবল হইলে কোথায় গিয়া তাহার শেষ দাঁড়ায় ইহার কিছুই নির্ণয় করা যায় না ; এমন কি পুরাবৃত্তে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় যে কোন কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক অথবা ধর্ম্মসংস্কারক এই লোভ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া লোকের নিকট আপনাকে পরিচয় দিতে প্রলোভিত হইয়াছিলেন।

মোহও ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করে; মোহ ধর্ম্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের চিত্তকে আক্রমণ করে। আমরা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম্মামোদই ধর্ম্মসাধন বলিয়া মনে করি। এই রূপ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া সামাজিক উপাসনা, উৎসব, বক্তৃতা, ধর্ম্মমতের কথা, ধার্ম্মিক ব্যক্তির কথা, ও ধর্ম্ম প্রচারের কথা এই সকল ধর্ম্ম সাধনের সহকারী না মনে করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন মনে করি ও নিজ নিজ আত্মার পরিত্রাণ কার্য্য কত দূর সম্পাদিত হইল তাহা লক্ষ্য করি না। এই রূপে ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও আমরা ধর্ম্ম হইতে দূরে থাকি।

মদও ধর্ম্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের আত্মাকে আক্রমণ

করে। মদ ধার্ম্মিকের মনে, আমি সকল অপেক্ষা ধার্ম্মিক হই- য়াছি এই অহঙ্কারের উদ্রেক করিয়া ধার্ম্মিকের আধ্যাত্মিক কুশল একবারে বিনাশ করে। যখনই ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনে এই রূপ অহঙ্কারের উদয় হয়, নিশ্চয় জানিবে তখনই তাহার সকল ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। যেমন নৌকা নদী পার হইয়া কোন দুর্ঘটনা বশতঃ তীরের নিকট জলমগ্ন হয়, আধ্যাত্মিক অহঙ্কারের উদ্রেক হইলে ধার্ম্মিকের সেই রূপ দশা ঘটে। সকল প্রকার অহঙ্কার অপেক্ষা ধর্ম্মবিষয়ক অহংকার অধিকতর ঘৃণাকর।

মাৎসর্য্যও ধর্ম্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের আত্মাকে আক্রমণ করে। এক জন ধার্ম্মিক মনুষ্য যদি ধার্ম্মিকতা বিষয়ে অধিক খ্যাতি লাভ করেন তবে অন্য এক জন ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাতে ঈর্ষান্বিত হন ও পূর্ব্বোক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে লোকে যতদূর ধার্ম্মিক মনে করে, তিনি ততদূর ধার্ম্মিক নহেন লোকের নিকট ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান। এক ধর্ম্মসম্প্রদায় বিপক্ষ সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে অন্যায়রূপে তাহার নিন্দা- বাদে প্রবৃত্ত হয়।

হে পরমাত্মন্! দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়গণের অত্যাচারে ভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। একে অসুরেরা কুটিল; তাহাতে আবার কুটিলতর বেশ ধারণ করিয়া—ধর্ম্মবেশ ধারণ করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে। তাহারা যতই কুটিলতর বেশ ধারণ করে ততই আমি ভয়ে আকুল হই। হে ধর্ম্মযুদ্ধের সেনাপতি! আমার হস্ত কম্পিত হইতেছে, ধৃতিরূপ তরবারি তাহা হইতে স্খলিত হইতেছে। এবার

বুঝি আমি বিনষ্ট হইলাম, আমাকে রক্ষা কর। তোমার উৎ-সাহকর বাক্য দ্বারা আমার মুমুর্ষু আত্মাতে নূতন বল প্রেরণ কর। তুমি সহায় থাকিলে অসুরদিগকে অবশ্য পরাজয় করিতে সমর্থ হইব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ।

১৫ই অগ্রহায়ণ। ১৭৯০ শক।

পৃথিবীর প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে পৃথিবী আত্মার উপযোগী নহে। আত্মা নির্ম্মল নিত্য-সুখ উপভোগ করিতে ইচ্ছু; এখানে সে নিত্য নির্ম্মল সুখ প্রাপ্ত হয় না। আত্মা অনন্ত জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছু; এখানে তাহার জ্ঞানের আয়তন সঙ্কীর্ণ ও অভেদ্য অন্ধকারে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সে খিন্ন হয়। উৎক্রোশ পক্ষী যেমন আকাশের উচ্চ প্রদেশে উড্‌ডীন হইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধ দিকেই গমন করে, আত্মা চায় যে সে সেইরূপ ধর্ম্মরূপ দ্যুলোকে ক্রমে উড্‌ডীন হইয়া কৃতার্থ হয়। কিন্তু তাহা না হইয়া ধর্ম্মরূপ দ্যুলোক হইতে তাহার পুনঃপুন অধঃপতন হয়। আমরা রোগে কাতর, শোকে আকুল ও পাপতাপে জর্জ্জরীভূত। একটি মক্ষিকা কর্ণের নিকট শব্দ করিলে চিন্তার ব্যাঘাত হয়, মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে বুদ্ধির হ্রাস হয়, একটি গৃহোপকরণ নষ্ট হইলে আমরা কাতর হই, ভৃত্য কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করিলে ক্রোধে অধীর হইয়া আমরা তাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করি ও তজ্জন্য অনুতাপ করি। পৃথিবীতে এই তো আমা-দিগের দশা; স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে পৃথিবী আমাদিগের প্রকৃত স্বদেশ নহে। এখানকার কোন বস্তুরই সহিত আত্মার

মিল হয় না। আত্মার স্পৃহা এখানকার কোন বস্তু হইতে সায় প্রাপ্ত হয় না। আমরা যতই পৃথিবীর বস্তুর প্রতি নির্ভর করিব ততই আমরা দীন ও দুঃখী হইব, আর যতই আমরা আপনার প্রতি নির্ভর করিব ততই ভাগ্যবান ও সুখী হইব। এ কথায় অনেক সত্য আছে, যে প্রকৃত সুখ জনক কিম্বা দুঃখ জনক বলিয়া কোন বস্তুই নাই, আত্মাই তাহাকে সুখ জনক অথবা দুখ জনক করে। আত্মা আপনাতে স্থিত আছে; সে স্বর্গে থাকিয়াও তাহাকে আনন্দ শূন্য লোকে অথবা নিরানন্দ লোকে থাকিয়াও তাহা স্বর্গে পরিণত করিতে পারে। আমরা ইচ্ছা করিলে অনেক পরিমাণে সুখী হইতে পারি আর ইচ্ছা করিলে অনেক পরিমাণে দুঃখী হইতে পারি। আমরা যত মনে করি ইচ্ছাবৃত্তির ক্ষমতা আছে তাহা অপেক্ষা তাহার ক্ষমতা অধিক, যাঁহারা আপনাদিগের মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারাই ইচ্ছাবৃত্তির প্রভূত ক্ষমতা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যতই আত্মা বাহ্য বিষয়ের প্রতি নির্ভর করে ততই সে দুঃখী হয়; যতই সে আপনার প্রতি নির্ভর করে ততই সে সুখী হয় যেহেতু বাহ্য বিষয় আমাদিগের পর ও আত্মাই আমাদিগের প্রকৃত আত্মীয়।

কিন্তু যদি আত্মা অহঙ্কৃত হইয়া মনে করে যে সে আপনার ক্ষমতাতে আপনি প্রকৃত সুখ সাধন করিতে সমর্থ তাহা হইলে সে আপনার সুখ সাধন করিতে সমর্থ হয় না। সে যতই ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে ততই সে সুখী হয়। বাহ্য বিষয় তাহার প্রকৃত প্রভু নহে, ঈশ্বরই তাহার প্রকৃত প্রভু। সে যতই বাহ্য বিষয়ের অধীন হইবে, ততই সে দুঃখী হইবে, আর যতই সে ঈশ্বরের অধীন হইবে ততই সে সুখী হইবে।

আমরা যদি আমাদিগের প্রকৃত সুখ সাধন করিতে ইচ্ছা করি, তবে ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা কর্ত্তব্য। আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি, তাহা হইলে বাহ্য বস্তুর প্রতিকুলতা সত্ত্বেও আমরা সুখী হইতে পারি, আর যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর না করি তাহা হইলে বাহ্য বস্তর অনুকুলতা সত্ত্বেও আমরা সুখী হইতে পারি না। আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি তাহা হইলে আমরা নিরানন্দ লোকে থাকিয়াও স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতে পারি, আর আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর না করি তাহা হইলে আমরা স্বর্গে থাকিয়াও সুখভোগ করিতে সমর্থ হই না।

ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর দুই প্রকার; রক্ষা জন্য নির্ভর ও উপভোগ জন্য নির্ভর।

আমরা যেমন পিতা মাতার প্রতি রক্ষার জন্য নির্ভর করি তেমনি ঈশ্বরের প্রতি রক্ষার জন্য নির্ভর করি। পিতা মাতা হইতে আমরা যে রক্ষা প্রাপ্ত না হই তাহা ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত হই। আমরা যদি বিপদের সময় সেই আশ্রয়ের আশ্রয়ে আশ্রয় না লই তবে আমাদিগের আর নিস্তার নাই। সংসার অতি দুষ্ট লোক—আমরা যতই তাহাকে তুচ্ছ করিব ততই তাহা আমাদিগের অধীন হইবে আর যতই আমরা তাহার অধীন হইব ততই তাহা আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবে। সংসারের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা যদি আমরা না করি তবে সংসার আমাদিগকে অল্পে ছাড়িবে না। আমরা যদি ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে গাঢ় বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁহার উজ্জ্বল সাক্ষাৎকার অভ্যাস না করি তবে বিপদের সময় আমা-

দিগকে দীন ভাবে মুহ্যমান্ হইতে হইবে—হয়তো বিনষ্ট হইতে হইবে। যদি সাংসারিক বিপদ হইতে আমরা ধর্ম্ম-দুর্গে আশ্রয় না লই তবে আমাদিগের আর উপায় নাই। ধর্ম্ম-দুর্গে আশ্রয় লওয়া সাংসারিক বিপদ অতিক্রম করার একমাত্র উপায়। সে দুর্গ আমরা যদি রক্ষা করি তবে সে আমাদিগকে নিশ্চয় রক্ষা করিবে, আর সে দুর্গের রক্ষা কার্য্যে অবহেলা করিয়া যদি তাহা বিনষ্ট হইতে দিই তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিনষ্ট হইতে হইবে। "ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।"

আমার আত্মা যেমন আমার বন্ধুর আত্মাকে উপভোগ করে তেমনি তাহা পরমাত্মাকে উপভোগ করে। আত্মা-উপভোগই জগতে প্রকৃত ভোগ; বাহ্যবিষয়-ভোগ ভোগ নহে। যদি কোন ব্যক্তির প্রতি আমার প্রীতি না থাকে আর তাহার সহিত আমি একত্র ভোজন করি তবে সে ভোজনে আমি কি সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি? বন্ধুর মুখশ্রী দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হই না; তাহার আত্মার যে সৌন্দর্য্য তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিবিম্বিত হয় তাহা দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হই। বন্ধু আকৃতিতে অতি কুৎসিত ব্যক্তি হইতে পারেন কিন্তু এক জন সুন্দর ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহার প্রতি আমরা অধিক অনুরক্ত হইতে পারি, অতএব প্রতীত হইতেছে যে বাহ্য বিষয় উপভোগ অপেক্ষা আত্মা-উপভোগই প্রকৃত ভোগ। যখন আমরা সামান্য আত্মা-উপভোগে এত সুখ প্রাপ্ত হই তখন সেই পরমাত্মা উপভোগে আমরা কত সুখ না প্রাপ্ত হইব? যখন আমরা সম্মুখস্থ বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করি, যখন তাঁহার নয়ন আমাদিগের নয়নের উপর নিপতিত হয়, যখন আমরা মনের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া

তাঁহার সহিত আলাপ করি, যখন তাঁহার অমৃত স্বরূপের গাঢ় আস্বাদনে আমরা জগৎ বিস্মৃত হইয়া যাই, তখন আমাদিগের যেরূপ ভোগ হয়, সে ভোগের সহিত কি অন্য ভোগের তুলনা হইতে পারে ?

হে পরমাত্মন্ ! হে "আমাদিগের মোহ-আঁধারের আলো।" তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার একান্ত অনুচর ও সহচর হইবার জন্য আমাদিগকে বল প্রদান কর। "তব বলে কর বলী যে জনে কি ভয় কি ভয় তাহার।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।

অমৃত-নিকেতনে যাত্রা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

২৬শে আশ্বিন। ১৭৮৭ শক।

ভ্রাতৃগণ! তোমরা কি শ্রবণ করিতেছ না, ধর্ম্ম তোমাদিগকে সুমধুর স্বরে কি বলিয়া আহ্বান করিতেছেন? ধর্ম্ম এই কথা বলিতেছেন,—মনুষ্যগণ! তোমরা অমৃতনিকেতনের যাত্রী হইয়া অমৃতনিকেতনে গমন কর। তাঁহার মধুর আহ্বান শ্রবণ করিয়া আমরা কিরূপে স্থির থাকিতে পারি? এস, আমরা ঈশ্বরে নির্ভররূপ দণ্ড, ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস-রূপ ছত্র ও ব্রহ্মপ্রীতিরূপ সম্বল লইয়া অমৃতনিকেতনে যাত্রা করি। সেই পরম তীর্থের যাত্রী হইলে এই সকল গুণ ধারণ করিতে হয়। প্রথমতঃ ঈশ্বরগতপ্রাণ হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ পথের পদার্থের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত না হওয়া কর্ত্তব্য। তৃতীয়তঃ পথভ্রমণকালে আমাদিগের সর্ব্বদা অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। চতুর্থতঃ পথভ্রমণসময়ে ধৈর্য্যশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ ঈশ্বরগতপ্রাণ হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য। আমি দেখিয়াছি, সামান্য তীর্থ-যাত্রীরা প্রতি পদ-নিক্ষেপে তাহাদিগের উপাস্য দেবতাকে স্মরণ করিয়া প্রণিপাত করে। আমরা সেই পরম-তীর্থ-যাত্রী হইয়া অন্তরে সেই দেবদেবকে প্রতি কার্য্যে কি প্রণাম করিব না? তিনি সেই তীর্থের একমাত্র দেবতা। তিনি আমাদিগের শেষ গতি। তিনিই আমাদিগের

চরম লক্ষ্য। তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই আমাদিগের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহাকে ভক্তি কর, তাঁহাকে প্রীতি কর, সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিপদে তাঁহাকে নমস্কার কর।

দ্বিতীয়তঃ অমৃতনিকেতনের পথের পদার্থের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত না হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য। এই পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ অনিত্য, ইহা স্থায়ী নহে। কোন্ পথিক পথভ্রমণকালে পান্থশালার সঙ্গীদিগের সহিত আত্মীয়তায় মোহান্ধ হইয়া গম্য স্থান বিস্মৃত হয়? পথিকতার এরূপ নিয়ম নহে। অতএব সংসারে নিতান্ত আসক্ত হওয়া উচিত হয় না। এই সত্য যেন আমাদিগের স্মরণ থাকে যে, পরমেশ্বরই আমাদিগের প্রকৃত বন্ধু, তিনিই আমাদিগের প্রকৃত পিতা, তিনিই আমাদিগের প্রকৃত মাতা, আর অন্য জনের সহিত আমাদিগের ক্ষণিক সম্বন্ধমাত্র। আমরা পথভ্রমণকালে সংসারে নিতান্ত আসক্ত হইলে অমৃতনিকেতনে উপস্থিত হইতে পারিব না। ভ্রমণকালে সেই অমৃতনিকেতনের প্রতি সর্ব্বদাই চক্ষু স্থির রাখিতে হইবে; সেই মনোহর পুরী নয়নপথ হইতে যেন কখন অন্তর্হিত না হয়।

তৃতীয়তঃ অমৃতনিকেতনের পথভ্রমণে আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। অমৃতনিকেতনের পথ তস্করগণে উপদ্রুত, তস্কর সকল সর্ব্বদাই যাত্রীদিগকে নষ্ট করিবার জন্য উদ্যোগী আছে। কামরূপ তস্কর যাত্রীকে স্বগৃহে লইয়া সুস্বাদু খাদ্য, সুমধুর পানীয় ও সুন্দরী অপ্সরা প্রদান করে ও যখন অতিথি প্রমোদ-মদিরা পানে বিহ্বল হয়, তখন তাহার গলদেশে ছুরিকা নিয়োগ করে। ক্রোধরূপ তস্কর তীর্থযাত্রীদিগের মধ্যে

পরস্পর বিবাদ উপস্থিত করায় ও তাহারা বিবাদে মত্ত হইলে তাহাদিগকে বিনাশ করে। লোভ নানাপ্রকার প্রলোভন দেখায়, বলে "আমার সঙ্গে এস, তোমাকে বৃহদায়তন রাজ্যের রাজা করিব, সমস্ত লোকে তোমার পদানত হইবে, সমস্ত পৃথিবী তোমার খ্যাতিরবে নিনাদিত হইবে।" সে এইরূপ প্রলোভন বাক্যে প্রলোভিত করিয়া যাত্রীকে আয়ত্ত করিলে পর তাহার প্রাণ নাশ করে। অহঙ্কার বলে, "তুমি সর্ব্বগুণান্বিত, কেবল আপনাকেই প্রীতি কর, কেবল আপনাকেই পূজা কর।" যাত্রী তাহার আপাতমনোরম উপদেশ শ্রবণ করিলে অহঙ্কার তাহার ব্রহ্মপ্রাতিরূপ সম্বল অপহরণ করিয়া তাহাকে হত্যা করে।

এই সকল নির্দ্দয় দারুণ-প্রকৃতি তস্কর, যাহাতে আমরা পরম তীর্থযাত্রা সম্পাদন করিতে না পারি, সর্ব্বদা এই রূপ চেষ্টা করে। এই সকল পরম শত্রু সর্ব্বদাই আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। ইহারা অত্যন্ত মায়াবী, নানা রূপ ধারণ করিতে পারে ও নানা কৌশল জানে। অতএব সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবে, যাহাতে তাহারা তোমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ না হয়। এই তস্করদিগকে কেবল প্রাণ নাশ করিতে না দিয়া ক্ষান্ত থাকিলে হইবে না, তাহাদিগকে শাসন করিয়া নিজ দাস করিয়া লইতে হইবে। কার্য্যটী অতি কঠিন, কিন্তু সেই বিঘ্নবিনাশনের প্রতি নির্ভর করিলে সকল বিঘ্ন দূর হয়।

চতুর্থতঃ অমৃতনিকেতনের পথ ভ্রমণকালে আমাদিগকে ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে। অমৃতনিকেতন গমনে অনেক বিঘ্ন। কত কত দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হইবে, শরীর অনেক বার কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ হইবে, কঙ্করাঘাতে পদদ্বয় শোণিতাক্ত হইবে,

প্রচণ্ড আতপতাপে দগ্ধ হইতে হইবে, তথাপি তাহাতে আমরা দুঃখ বোধ করিব না। সামান্য তীর্থযাত্রায় লোক কত ক্লেশ সহ্য করে, আমরা সেই পরম তীর্থের যাত্রী হইয়া কি কষ্ট সহ্য করিব না? আমরা এই তীর্থ যাত্রা কালে অনায়াসে ধৈর্য্যশীল হইতে পারিব; যে হেতু সেই অমৃতধামে আমাদিগকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের পরম মাতা সর্ব্বদাই সমুৎসুক রহিয়াছেন। অমৃতনিকেতনের সমীপবর্ত্তী হইলে তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাদিগকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন, আমাদিগের অশ্রুজল মোচন করিবেন ও অমৃতনিকেতনে লইয়া কত সুখরত্ন প্রদান করিবেন! যখন এরূপ আনন্দের স্থানে আমরা গমন করিতেছি তখন পথের কষ্টে চিত্ত কেন ম্রিয়মাণ হইবে? যখন সেই অমৃত-নিকতনের আভা দূর হইতে আমাদিগের নয়নগোচর হয়, তখন আমরা সকল দুঃখ ভুলিয়া যাই। সেখানে রোগ নাই, সেখানে শোক নাই; সেখানে নিত্য আনন্দ। যখন সেখানে এমন অক্ষয় সুখের ভাণ্ডার রহিয়াছে, তখন তজ্জন্য কষ্ট সহ্য করিয়া কেন না তাহা লাভ করিতে প্রস্তুত হই?

হে পরমাত্মন্! হে জীবনযাত্রার একমাত্র সম্বল! হে আমাদিগের সর্ব্বস্ব! আমরা তোমার নিতান্ত শরণাপন্ন হইতেছি, কাতর হইয়া তোমাকে প্রাণভয়ে ডাকিতেছি। আমরা সংসার যাত্রার বিবিধ ক্লেশে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমাদিগের উপর প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কর, তাহা হইলে আমরা সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারিব। হে জীবন-সমুদ্রের ধ্রুব নক্ষত্র! তোমার জ্যোতি দেখিতে না পাইলে আমরা

সকলই হারাই। আমাদিগের চক্ষু হইতে তুমি কখনই অন্ত-হিত হইও না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য।

আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ।

১১ই মাঘ। ১৭৯০ শক।

(এই দিবসের বক্তৃতার সারাংশ এই স্থানে গৃহীত হইল।)

ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্ব-সমঞ্জসীভূত ধর্ম্ম। উহাতে আত্মপ্রত্যয় ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য আছে। উহাতে জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য আছে। উহাতে প্রীতি ও প্রিয় কার্য্যের সামঞ্জস্য আছে। উহাতে শান্তি ও উৎসাহের সামঞ্জস্য আছে। উহাতে সংসার ও ঈশ্বরোপাসনার সামঞ্জস্য আছে। উহাতে সাংসারিক পরিণামদর্শিতা ও ধর্ম্মসাধনের সামঞ্জস্য আছে। উহাতে গুরু-ভক্তি ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্য আছে। উহাতে ধর্ম্মসাধন-জন্য যে সকল পরস্পর আপাত প্রতীয়মান বিরোধী গুণ আবশ্যক, তাহার সামঞ্জস্য আছে।

এতদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম প্রচারকালে জ্ঞানের প্রতি অধিক ভর দেওয়া হইত। ক্রমে সমাজে প্রীতি ও ভক্তি-ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। এক্ষণে সেই প্রীতি ও ভক্তিভাব অসংযত বেগ ধারণ করিয়া কতকগুলি ব্রাহ্মকে গুরুপূজায় উত্তীর্ণ করাইবার সন্দেহ মনে উদ্রেক করিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে জ্ঞান ও ভক্তি দুয়েরই সামঞ্জস্য আবশ্যক। কল্পিত দেব দেবীর প্রতি পৌত্তলিকের ভক্তি আছে, কিন্তু তাহা কি বিহিত ভক্তি বলা যাইতে পারে? যদ্যপি আমরা বন্ধুর উৎকৃষ্ট

গুণ সকল না জানি, তবে তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে ভক্তি করিতে সমর্থ হইব? সেই রূপ আমরা যদি ঈশ্বরের অনন্ত ও অনুপম লক্ষণ সকল জ্ঞান দ্বারা না জানিতে পারি, তবে কি প্রকারে তাঁহাকে আমরা প্রীতি করিতে সমর্থ হইব? আবার ওদিকে যদি কেবল তাঁহাকে আমরা জানিলাম ও প্রীতি ভক্তি না করিলাম, তবে তাঁহাকে জানায় কি ফল হইল? প্রীতি ও ভক্তি বিহীন ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে। জ্ঞান যদি কর্ণধার না থাকে, তবে সে ভক্তিকে গুরুপূজায় ও অন্যান্য প্রকার পৌত্তলিকতায় উপনীত করে আর যদি ধর্ম্ম জ্ঞানপ্রধান হয়, তবে সে নীরস ও কঠিন রূপ ধারণ করে, অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের সামঞ্জস্য আবশ্যক।

হে জগদীশ্বর! যাহাতে আমরা জ্ঞান, প্রীতি ও অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে পারি এমন সামর্থ্য আমাদিগকে প্রদান কর। হে পরমাত্মন্! আমরা যেন উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রভাবে তোমার বিশুদ্ধ স্বরূপ জানিতে সমর্থ হই। তোমাকে আমরা একান্ত মনের সহিত যেন ভক্তি ও প্রীতি করিতে সমর্থ হই ও সেই প্রীতি যেন কার্য্যে প্রকাশ করি। আমাদিগের আত্মাতে জ্ঞান ও প্রীতি ও অনুষ্ঠান এই তিনের মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও যেন বিরোধ উপস্থিত না হয়। আমাদিগের আত্মা যেন সুতান বীণা যন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বসমঞ্জসীভূত ভাবে তোমার মহিমা গান ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে সততই নিযুক্ত থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

বিদ্যাদিগের স্তব।

মেদিনীপুর-ব্রাহ্মসমাজ।

কার্ত্তিক। ১৭৮৭ শক।

"যস্যৈষমহিমা ভুবি দিব্যে।"

ঈশ্বরের মহিমা এই ভূলোকে ও দ্যুলোকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সকল দেশে সকল কালে তাঁহার আশ্চর্য্য মহিমা বিদ্যমান। কে বা সে মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে? অদ্যাপি কেহই তাঁহার মহিমা আলোচনা করিয়া শেষ করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও যে কেহ তাহার শেষ করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মহিমা সকল পদার্থে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার মহিমা যেমন প্রকাণ্ডকায় মাতঙ্গ-শরীরে প্রকাশমান তেমনি এক ক্ষুদ্র কীটেতেও বর্ত্তমান। গগনমণ্ডলে সূর্য্য চন্দ্র ও অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র যেমন তাঁহর মহিমা ঘোষণা করে তেমনি এক ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দু ও সুকোমল কুসুমদামও তাঁহার মহিমা পরিব্যক্ত করে। সকল বস্তু ও সকল স্থান তাঁহার স্তুতিরবে পরিপূর্ণ। ধাতুরাজ্য, উদ্ভিজ্জরাজ্য, পশুরাজ্য, ক্ষুদ্র-জগৎ মনুষ্য, দ্যুলোকের উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরের মহিমা অহর্নিশ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। আমাদের কর্ত্তব্য যে, আমরা যখন যে বিদ্যা শিক্ষা করি সেই বিদ্যার মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা অবগত হই, যেহেতু সকল বিদ্যাই ঈশ্বরের মহিমা পরিব্যক্ত করে। সকল

বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে আমরা তদ্দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা অবগত হইব। যদি ঈশ্বরের মহিমা না জানা যায় তাহা হইলে সকল বিদ্যা অর্থশূন্য ও বৃথা হইয়া পড়ে। সকল বিদ্যার চরম লক্ষ্য তিনি। বিদ্যা দ্বারা যাহা কিছু প্রতিপন্ন হয়, তাহা যদি তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ না করিয়া দেয়, তাহা হইলে সে বিদ্যা শিক্ষা করা বিফল। আর যদ্যপি প্রত্যেক বিদ্যা প্রতিক্ষণে সেই ঈশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই বিদ্যা শিক্ষা সময়েই ঈশ্বরের উপাসনা হয় ও সে বিদ্যার আলোচনা সার্থক হয়। এক জন বিখ্যাত চিকিৎসক এই কথা বলিয়াগিয়াছেন, চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা কালে শব-চ্ছেদ সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ হইলে প্রত্যেক শবচ্ছেদই ঈশ্বরের স্তব স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ সকল বিদ্যাতেই ঈশ্বরের মহিমা গান অন্তর্ভূত আছে। এক এক বার আমার এইরূপ মনে হয় যেন সকল বিদ্যা একত্রিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে। প্রাণিবিদ্যা এই প্রকারে কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে ;—"জয় জয় জগদীশ ! তোমার মহিমা কে ব্যক্ত করিয়া শেষ করিতে পারে ? কত প্রকার পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি জীবজন্তু তোমার এই বিশ্বরাজ্যে লালিত পালিত হইতেছে তাহা নিরূপণ করা কাহার সাধ্য ? পশুরাজ মৃগেন্দ্র, প্রকাণ্ডকায় মাতঙ্গ, ভীষণমূর্ত্তি সমুদ্র-কম্পনকারী তিমি, এবং অন্যান্য উগ্র ও শান্ত প্রকৃতি কত অসংখ্য জন্তু তোমার এই জগৎ মধ্যে বিচরণ করিতেছে। কত চিত্র বিচিত্র বিহঙ্গ ও ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ কেমন স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ গমন করিয়া তাহাদের মনের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে। জগ-

দীশ! কে তোমার সৃষ্ট প্রাণিপুঞ্জের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয়?" উদ্ভিদ্‌বিদ্যা কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রকারে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে;—"জয় জয় জগদীশ! তোমার মহিমা কি প্রকারে ব্যক্ত করিব? উদ্ভিদরাজ্য ও প্রাণিরাজ্য মধ্যে কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। অসংখ্য প্রকারে ঐ রূপ সম্বন্ধ এমনি নিবদ্ধ আছে যে উদ্ভিদ না থাকিলে প্রাণিদিগের পৃথিবীতে অবস্থিতি করা হইত না। কত প্রকার আশ্চর্য্য উদ্ভিদ তোমার অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ করে, তাহা কে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে? এক গহনবৎ প্রতীয়মান এডেনসোনিয়া বৃক্ষ, কূজননিনাদিত বহুকুঞ্জনিকুঞ্জকারী বটবৃক্ষ, কুম্ভবৃক্ষ, পর্য্যাটক মিত্রবৃক্ষ, রোটিকা বৃক্ষ, নবনীত বৃক্ষ তোমার আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ করিতেছে। কত প্রকার উদ্ভিদে তোমার কত অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রকাশিত রহিয়াছে; কে তোমার মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারিবে?" শরীরতত্ত্ব কৃতাঞ্জলি হইয়া এই রূপে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে;—"জয় জয় জগদীশ! তোমার সৃষ্ট জীবশরীর কি আশ্চর্য্য কৌশলময়! এই মানব দেহে তুমি কত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছ! মনুষ্যের শরীরের রক্ত এক স্থান হইতে উদ্গত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা কেমন আশ্চর্য্য রূপে সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হয় এবং শরীরস্থ দূষিত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া কেমন চমৎকার নিয়মানুসারে আর এক স্থানে প্রত্যাগত ও শোধিত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের মত কার্য্য করিতে থাকে। কি আশ্চর্য্য নিয়মানুসারে মনুষ্যের পরিপাক ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়! মনুষ্য যে সকল বস্তু আহার করে, সে সকলই এক স্থানে

প্রবেশ করে এবং পরে সেই সকল নানাপ্রকার বস্তু এক প্রকার বস্তু রূপে পরিণত হয়। পরে তাহা হইতে দুগ্ধবৎ এক প্রকার বস্তু নিঃসৃত হইয়া তাহাই অবশেষে রক্ত হয়। সেই রক্ত সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে। মস্তিস্কের সহিত বুদ্ধির কি চমৎকার সম্বন্ধ! মস্তিস্ক রূপ যন্ত্রসহকারে বুদ্ধির কার্য্য কি অভাবনীয় সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়া থাকে। হে জগদীশ! এক মাত্র মনুষ্য শরীর তোমার যে মহিমা ব্যক্ত করে, তাহার সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া মানব-বুদ্ধির অসাধ্য।” ভূতত্ত্ববিদ্যা কৃতাঞ্জলিপুটে এই রূপ স্তব করিতেছে—“জয় জয় জগদীশ! তোমার মহিমা আমি কি প্রকারে প্রকাশ করিব? পৃথিবীর অন্তরস্থ প্রত্যেক স্তরে অবিনশ্বর অক্ষরে তোমার স্তোত্র সূচক গীত লিখিত রহিয়াছে। এই পৃথিবী প্রথমে জ্বলন্ত তরল অগ্নিরাশি ছিল, তুমি তাহাকে জীবের অবস্থানোপযোগী করিয়া তুলিলে। প্রথমাবস্থায় যে সকল জীব জন্মিয়াছিল তাহার বিনাশ হইলে তাহার উপর আর এক স্তর নিহিত হইল। সেই স্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জীব ও উৎকৃষ্ট উদ্ভিদের উৎপত্তি হইল। এরূপে পৃথিবী স্তরে স্তরে রচিত হইতে লাগিল এবং ক্রমশ উৎকৃষ্টতর প্রাণিপুঞ্জ ও তাহাদের আহা-রের উপযোগী উৎকৃষ্টতর উদ্ভিদ সকলের উৎপাদন করিয়া তোমার নূতন নূতন মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এই রূপে সেই অগ্নিময় পৃথিবী ক্রমে সমুদ্র পর্ব্বত ও গ্রাম নগরে পরিণত হইয়া এক্ষণে মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে; এক্ষণে মনুষ্য ইহার জীব-শ্রেণীর শিরোভূষণ হইয়াছে। হে জগদ্বিধাতা!

কি আশ্চর্য্য কৌশলানুসারে এবং কি অচিন্ত্য প্রকারে তুমি পৃথিবীর সৃজন ও উহার উন্নতি সাধন করিতেছ আমি তাহার কি বা বর্ণন করিব ? হে জগদীশ ! কে তোমার মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে ?” জ্যোতির্বিদ্যা কৃতাঞ্জলি হইয়া এই রূপে স্তব করিতেছে—“জয় জয় জগদীশ ! তোমার মহিমার আর সীমা কোথা ? এই অনন্ত আকাশে সূর্য্যের পর সূর্য্য, গ্রহের পর গ্রহ এবং নক্ষত্রের পর নক্ষত্র সমস্বরে তোমারি অপার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এমন দূরে শুভ্র মেঘের ন্যায় বিশাল জ্যোতিষ্ক রাশি প্রতিভাত হয়, যাহার পরিমাণ বা সংখ্যা স্থির করা মানবশক্তির অসাধ্য। যেমন এক রাত্রিতে ক্ষেত্রমধ্যে নূতন নূতন তৃণ সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তেমনি এক রাত্রিমধ্যে কত শত নূতন নূতন গ্রহ নক্ষত্র নভোমণ্ডলে উৎপন্ন হয়। এই সীমাশূন্য আকাশে তোমার বিশ্ব কার্য্য যে কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহার কেবা ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হইবে ? এই সমুদায় জ্যোতিষ্কপুঞ্জের মধ্যে কোন কোনটি এই পৃথিবী হইতে এত দূরে সংস্থিত হইয়া আছে যে তাহার কিরণ হয় তো অদ্যাপি এখানে আসিয়া পতিত হইতে পারে নাই। এই দৃশ্যমান জগতের চতুষ্পার্শ্বস্থ গাঢ় তিমির সাগরের পর পারেও তোমার আর এক নূতন জগতের চিহ্ন লক্ষিত হয়। ধন্য জগদীশ ! ধন্য তোমার কীর্ত্তি এবং ধন্য তোমার মহিমা !”

এই রূপে সকল বিদ্যা সমস্বরে সেই বিশ্বাধিপের অনন্ত মহিমা চিরকাল ঘোষণা করিয়া আসিতেছে এবং চিরকাল ঘোষণা করিতে থাকিবে। সমস্ত বিদ্যার ইহাই প্রধান

গৌরব যে তাহারা ঈশ্বরের গুণ গান করে। ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার পর্য্যাপ্তি ও সকল বিদ্যার শিরোভূষণ। "ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠা।" ব্রহ্ম বিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা। যেমন নদী সকল চারি দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া এক সাগরে গিয়া মিলিত হয়, সেই রূপ সকল বিদ্যা পরিশেষে এক ব্রহ্মবিদ্যাতে গিয়া পর্য্যাপ্ত হয়। আমাদের কর্ত্তব্য যে আমরা বিদ্যালোচনার সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করি। তিনিই এই সুকৌশলময় বিশ্বরাজ্যের রচয়িতা। আমরা সৃষ্টির তত্ত্ব যাহা কিছু অবগত হই, সে সকলি তাঁহারই অনুপম কীর্ত্তি। সৃষ্টির সকল বস্তু সৃজনকর্ত্তার গুণ গান করিতে ত্রুটি করে না; তাহারা জিহ্বাহীন হইয়াও নিজ নিজ রচয়িতার মহিমা নিরন্তর ঘোষণা করিতেছে। তবে আমরা কেন তাঁহাকে বিস্মৃত হই? আমরা কেন অকৃতজ্ঞ ও অধম হইয়া থাকি? যিনি আমাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন, বুদ্ধি দিয়াছেন এবং কত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি দিয়া অন্যান্য জীবদিগের হইতে আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ করিয়া দিয়াছেন, এস, আমরা তাঁহার যশঃ উচ্চৈঃস্বরে অহর্নিশ ঘোষণা করি এবং তাঁহার প্রদত্ত আধ্যাত্মিক সুধা পান করিয়া জীবনকে সার্থক করি।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের সকল জ্ঞানের ও সকল বিদ্যার মূল। তুমি যেমন আমাদের জ্ঞানদাতা ও বুদ্ধিদাতা, তেমনি তুমিই আবার আমাদের জ্ঞানের বিষয় ও সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূমি। তোমাকে জানিলে আমাদের আর সকল জ্ঞান সার্থক হয় এবং তোমাকে জানিলেই আমাদের আর সকল জ্ঞান লাভ হয়। তোমার মহিমা এই দ্যুলোক ও ভূলোকে জাজ্জ্বল্য-

মান প্রকাশিত রহিয়াছে ; যে তোমাকে জানে, তাহার নিকটে সকল বস্তুই তোমার অনন্ত মহিমার পরিচয় প্রদান করে। আহা ! সেই ব্যক্তি কি সুখী যে চারি দিকে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত তোমার অনন্ত নাম পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। হে অখিল বিশ্বের অধিপতি ! তুমি আমাদের একমাত্র জ্ঞানদাতা। তুমি আমাদের হৃদয়ে তোমার আত্ম স্বরূপ প্রকাশ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ধৰ্ম্মসংস্কার।

মেদিনীপুর সপ্তদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

২৬শে মাঘ। ১৭৮১ শক।

অদ্য আমাদিগের সাম্বৎসরিক সমাজের দিবস। অদ্য পরমানন্দের দিবস। অদ্য সেই পূর্ণ পুরুষের পবিত্র নাম লইয়া জীবন সফল কর, যিনি আমাদিগের স্রষ্টা, পাতা ও এক মাত্র সুহৃদ্। তাঁহা হইতে আমরা জীবন লাভ করিয়াছি, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি, তিনি আমাদিগকে একক্ষণ মাত্র পরিত্যাগ করিলেও আমরা বিনাশ প্রাপ্ত হই। তাঁহার উপাসনা মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। যিনি আমাদিগকে বাক্য দিয়াছেন, বাক্য দ্বারা কি তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিব না? যিনি আমাদিগকে মন দিয়াছেন, সেই মনের অধিপতিকে কি মনে স্থান প্রদান করিব না? যিনি আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা বৃত্তি দিয়াছেন, সেই কৃতজ্ঞতা বৃত্তি কি কেবল মনুষ্যের প্রতিই নিয়োগ করিব? তাঁহার প্রতি কি নিয়োগ করিব না? যে বৃত্তি না থাকিলে কোন পদার্থেরই প্রতি প্রীতির উদ্রেক হইত না, আমরা আনন্দশূন্য হইতাম, জগৎ অন্ধকারময় মরু ভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইত, সেই প্রীতিবৃত্তি কি তাহার স্রষ্টার প্রতি নিয়োজিত করিব না? আইস অদ্য আমরা সকলে একান্ত মনে সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রীতি-

পুষ্প প্রদান করিয়া জন্ম সার্থক করি। তিনি পতিতপাবন ও দীনবন্ধু। তিনি "জগন্নাথ জগদীশ জগৎগুরু জগজ্জন-হিত-কারণ।" ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আমা-দিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করেন, অনুতাপিত চিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করেন, বিমল হৃদয়ে ভক্তিরসার্দ্র চিত্তে তাঁহার ভজনা করিলে তিনি আমাদের মনে আনন্দ-সুধা বর্ষণ করেন। সংসারের ধূলি যখন আমাদিগের মনে পতিত হয়, বিষাদ-ঘন দ্বারা যখন মন অন্ধীভূত হয়, দুঃখভারপ্রপীড়িত চিত্ত যখন ব্যাকুল হইয়া আশ্রয়ের জন্য চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করে, তখন তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া আমরা শীতল হই। একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, সেই করুণাসিন্ধু পরম বন্ধু, আমাদিগকে কত করুণা বিতরণ করিতেছেন। তাঁহারই আজ্ঞাতে সূর্য্য প্রত্যহ গগনমণ্ডলে উদিত হইয়া আমাদিগকে তাপ ও আলোক প্রদান করিতেছে; তাঁহারই আদেশে বায়ু অহরহঃ আমা-দিগের ব্যজন সঞ্চালনের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে; তাঁহারই আদেশানুসারে মেঘ অপর্য্যাপ্ত পরম তৃপ্তিকর পানীয় বিতরণ করিতেছে; তাঁহারই বিধানানুসারে পূর্ণচন্দ্র স্বীয় মনোহর অমৃততরঙ্গিণী দ্বারা জগৎকে সুধাময় করিতেছে। তাঁহারই অনুজ্ঞাধীন পুষ্প সকল বিকশিত হইয়া নিজ নিজ মনোহর সুগন্ধ প্রদান দ্বারা চিত্তকে হরণ করিতেছে। অতি শোভন রমণীয় শিল্প কার্য্য সকল মনুষ্যের প্রতি তাঁহারই দ্বারা প্রদত্ত শিল্প নৈপুণ্য হইতেই সমুদ্ভূত হইতেছে। সাধুবর্গের অকৃ-ত্রিম স্নেহ, স্ত্রীর প্রগাঢ় প্রণয়, পুত্রের অবিচলিত ভক্তি, তাঁহা

হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের প্রতি তাঁহার সকল দান মধ্যে তিনি আমাদিগকে তাঁহাকে জানিতে ও তাঁহাকে প্রীতি করিতে দিয়াছেন, এই দান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যখন মন তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, অদ্ভুত জ্ঞান, অপার করুণা আলোচনা করে, তখন সে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করে! সে সুখ যাঁহারা আস্বাদন করেন, তাঁহারা তাহা কেবল আস্বাদন করেন, বাক্যেতে বর্ণন করিতে সমর্থ হন না। সে অবস্থাতে ঋষীন্দ্র মুনীন্দ্র কবীন্দ্র সকল এই বাক্যের যথার্থতা উপলব্ধি করেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" যখন মন সেই প্রগাঢ় সুখ উপভোগ করে, তখন এই সত্য তাহাতে প্রতিভাত হয় যে সে সুখ কখন বিলুপ্ত হইবে না, পর কালে তাহার ক্রমশঃ উন্নতিই হইতে থাকিবে। কি সুখ সেই পরম-মাতা আপনার ভক্তিশীল পুত্রের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমরা এখানে কল্পনা করিতেও সমর্থ হই না। "কে বা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে।"

এই সকল মহদ্ভাব আমরা কোন্ ধর্ম্মের প্রসাদাৎ লাভ করিয়াছি? ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদাৎ। আমরা কি এই মহৎ ধর্ম্মের উপযুক্ত? আমাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও মন নির্ব্বীর্য্য, সকল সাংসারিক মঙ্গলের নিদানভূত যে প্রজার স্বাধীনতা তাহা হইতে আমরা অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। এমন দুর্ভাগ্য দেশে ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কত করুণা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যেমন আমাদিগের প্রতি এই অনুপম করুণার চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনই সেই

করুণা চিহ্নকে সার্থক করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে অহরহঃ সঞ্চরণ কর। ব্রাহ্মধর্ম্মের মাধুর্য্য দিনে নিশীথে আস্বাদন কর। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ সকল কার্য্যেতে পরিণত কর। সাংসারিক সকল কার্য্যেই ঈশ্বরকে স্মরণ কর। সেই একমাত্র অনন্তস্বরূপের নাম লইয়া সাংসারিক সকল ক্রিয়া সম্পাদন কর। সাংসারিক ক্রিয়াতে পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে কত অকর্ত্তব্য তাহা বলিতে পারা যায় না। তাহাকে কি যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমী বলা যাইতে পারে যে সাংসারিক ক্রিয়াতে অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে না, পরিমিত দেবতার নিকট প্রণত হয়? বৈষ্ণব কি খৃষ্টীয়ানের মত ব্যবহার করে? না খৃষ্টীয়ান বৈষ্ণবের ন্যায় আচরণ করে? মুসলমান কি খৃষ্টীয়ানের ন্যায় অনুষ্ঠান করে? না খৃষ্টিয়ান মুসলমানের ন্যায় ব্যবহার করে? তবে ব্রাহ্ম অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় কেন আচরণ করিবেন? তাঁহার ঈশ্বরপ্রীতি কি ঐ সকল অপেক্ষা ন্যূন? কেহ কেহ বলেন, সময়ের প্রতি নির্ভর কর, কালের গতিতে ক্রমশঃ প্রচলিত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতে গেলে কখনই কার্য্য সাধন হইবে না। সময়ের প্রতি দৃষ্টি একবারে পরিত্যাগ করাও উচিত নহে আবার ওদিকে কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করাও কর্ত্তব্য নহে। শঙ্করাচার্য্য যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, তবে কি তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে সমর্থ হইতেন? নানক্ যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, তবে কি একেশ্বরবাদী শিখ্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন? রামমোহন

রায় যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, তবে কি তিনি এই ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন কালে ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত করিতে সমর্থ হইতেন? কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিলে চলিবেক না। সময়ের কেশ ধরিয়া তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়া দিতে হইবেক। আমরা প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা এই বিষয়ে আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ বোধ করি যে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ আমরা জানিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু আমরা কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা আর এক বিষয়ে দুর্ভাগ্য নহি যে তাঁহারা আপনাদিগের হৃদ্গত বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করেন, আমরা সে রূপ করি না? কৈ এ বিষয়ে তো আমাদিগের যত্ন নাই। বর্ত্তমান কাল নিদ্রা যাইবার কাল নহে। অতি গুরুতর কাল উপস্থিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তনের সময় অতি গুরুতর সময়। এখন আমরা যদি সাহস প্রকাশ করি, তবে ভবিষ্যদ্বংশ কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদিগকে ধন্যবাদ করিবে। যখন সকলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবে, তখন এ দেশ এক নূতন আকার ধারণ করিবে। তখন অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কার এদেশ হইতে তিরোহিত হইবে, হিন্দুসমাজ শ্রী সৌভাগ্যে বিভূষিত হইবে। ভারতবর্ষ সবে নিদ্রা হইতে অল্পে অল্পে জাগরিত হইতেছে; সুপ্তোত্থিত বীর পুরুষ যেমন নবোৎসাহের সহিত বীরত্ব সূচক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তেমনই ভারতবর্ষ ধর্ম্মোন্নতি সংসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। হে পরমাত্মন্! কবে সেই দিবস আগমন করিবে যখন আমাদের দেশের লোকেরা তোমার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা এদেশে উড্ডীন হইবে, বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্ম নাম চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হইবে, ভারতভূমি জ্ঞান

ও সভ্যতাতে সমুজ্জ্বলিত হইয়া পবিত্র পুণ্য ভূমি হইবে এবং ব্রহ্মানন্দপ্রবাহ তাহাতে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে স্বর্গধামে পরিণত করিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মেদিনীপুর অষ্টাদশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

২৬সে মাঘ ১৭৮৫ শক।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, যখনই ধর্ম্ম বিকৃতাবস্থা ধারণ করিয়াছিল তখনই তাহার পরিবর্ত্তন জন্য লোকের প্রবল ইচ্ছা জন্মিয়াছিল ও তজ্জন্য প্রভূত আন্দোলন উপস্থিত হইয়া লোকসমাজ তরঙ্গিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম বিকৃতাবস্থা ধারণ করিলে ধর্ম্মের জীবন ঈশ্বরপ্রীতি লোকের হৃদয়ে অবস্থিতি করে না, অলীক ক্রিয়া-কলাপরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি তাহাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ দৃষ্ট হয়, তাহারা কেবল সেই সকল বাহ্য অনুষ্ঠানই মুক্তির এক মাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞান করে। তাহাদিগের মনে সত্যের জ্যোতিঃ ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আইসে। এই অবস্থাতে লোকে ধর্ম্ম-যাজকদিগের একান্ত বশীভূত হয়। তাহারা মনে করে যে, সেই সকল ধর্ম্ম-যাজক ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যস্থ-স্বরূপ; তাহারা এমত বিশ্বাস করে যে সেই সকল ধর্ম্ম-যাজক ঈশ্বরকে যাহা বলিবে ঈশ্বর তাহা শুনিবেন। ধর্ম্ম-যাজকেরাও লোকের এতদ্রূপ ভ্রমকে আপনাদের অর্থ সাধনের উপায় করিতে ত্রুটি করে না। তাহারা অর্থ প্রত্যাশায় বাহ্যক্রিয়া-

কলাপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে যত্ন করে; তাহারা বিলক্ষণ জানে যে, যতই ক্রিয়া-কলাপের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে ততই তাহাদিগেরই মুদ্রাধারের পূরণ কার্য্যের প্রতি সহকারিতা করিবে। তাহারা অর্থ সাধন জন্য লোককে পাড়ন করিতেও সঙ্কোচ করে না। তাহারা শিষ্যদিগের সন্তাপ হরণে না মনোযোগী হইয়া কেবল বিত্ত হরণে মনোযোগী হয়। ধর্ম্মের এতদ্রূপ বিকৃতাবস্থাতে লোকে নরকযন্ত্রণা-দায়ক অগ্নিময় অকৃত্রিম অনুতাপরূপ প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তকে অবহেলন করিয়া কতকগুলি বাক্য উচ্চারণ, অথবা কল্পিত পবিত্র জল স্পর্শ, অথবা ধর্ম্মযাজকদিগকে দান, পাপ মোচনের উপায় বলিয়া অবধারণ করে ও তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। পাপ মোচনের এ প্রকার সহজ উপায় অবধারিত হইলে পাপপ্রবাহ দেশে কত দূর প্রবাহিত হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ঈশ্বরের একটি গূঢ় নিয়ম আছে যে, যখনই মন্দ অত্যন্ত অধিক হয়, তখনই তাহা নিবারণের উপায় আপনা আপনিই ঘটিয়া উঠে। ধর্ম্ম উল্লিখিত বিকৃতাবস্থা ধারণ করিলে তাহার পরিবর্ত্তন জন্য লোকের এক প্রবল ইচ্ছা জন্মে ও তজ্জন্য লোকসমাজে প্রভূত আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের অনুশাসনে এই অসাধারণ কালে তাহার উপযোগী ধর্ম্মোৎসাহবিশিষ্ট একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ কষ্টসহিষ্ণু ধর্ম্মাত্মা বীর পুরুষ সকলও অবনীমণ্ডলে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহাদিগের মনের প্রকৃতি অন্য লোকের মনের প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র। অহর্নিশ অলৌকিক পদার্থ ও অলৌকিক অর্থ চিন্তা বশতঃ তাঁহাদিগের মনের স্বভাব আর এক প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। সকল পদার্থ

ও সকল ঘটনার উপর সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের একটি সাধারণ নিয়ন্তৃত্ব আছে কেবল ইহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হয়েন না ; প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনা পর্য্যন্ত তাঁহার ইচ্ছা বশতঃ হইয়া থাকে, যাঁহার অসীম শক্তি সম্বন্ধে কিছুই বৃহৎ নহে, যাঁহার সর্ব্বদৃক্ চক্ষু সম্বন্ধে কিছুই ক্ষুদ্র নহে, এমত বিশ্বাস করা তাঁহদিগের স্বভাব সিদ্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বরকে জানা, ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ থাকা, ঈশ্বরকে উপভোগ করা তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র কার্য্য। অন্য অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক উপাসনার স্থানে যে সকল অসার অলীক ক্রিয়া কলাপ রূপ বাহ্য অনুষ্ঠান স্থাপন করে সে সকল অলীক ক্রিয়া তাঁহারা অত্যন্ত তুচ্ছ করেন। সাধারণ লোকে ঈশ্বরকে যেমন বিদ্যুতের ন্যায় এক এক বার দেখিতে পান, তাঁহারা সেরূপ এক এক বার দেখেন না, তাঁহার সর্ব্বদাই সেই জ্যোতির জ্যোতিকে স্পষ্টরূপে দেখেন ও সম্মুখস্থ বন্ধুর ন্যায় তাঁহার সহিত সহবাস ও আলাপ করেন। এই জন্য পার্থিব সম্মানের প্রতি তাঁহাদিগের তাচ্ছিল্য জন্মে। তাঁহার প্রসাদ ব্যতীত তাঁহারা প্রাধান্যের অন্য কোন হেতু স্বীকার করেন না। তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া তাঁহারা পার্থিব পদ ও গুণ সকল তুচ্ছ করেন। যদি তাঁহারা দার্শনিকদিগের ও কবিদিগের গ্রন্থ অবিজ্ঞাত থাকেন তাহাতে কি ? সাধুদিগের প্রবচন তো তাঁহাদিগের বিলক্ষণ হৃদ্গম আছে। যদ্যপি ভট্টদিগের গ্রন্থে তাঁহাদিগের নাম না থাকে তাহাতেই বা কি ? ভক্তদিগের নামের মধ্যে তো তাঁহাদিগের নাম আছে। যদ্যপি দাস দাসী দ্বারা তাঁহারা পরিবৃত না থাকেন তাহাতেই বা কি ? শান্তি ও আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ

প্রভৃতি সুন্দর অনুচর দ্বারা তাঁহারা তো সর্ব্বদা পরিবৃত আছেন। তাঁহাদিগের নিকেতন মনুষ্য হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত নিকেতন নহে; তাঁহাদিগের নিকেতনের ক্ষয় নাই। বাগ্মী ধনাঢ্য অথবা কুলীনদিগের প্রতি তাঁহাদের তত শ্রদ্ধা নাই। তাঁহারা পার্থিব ধনে ধনী নহেন, তাঁহারা পরম ধনে ধনী। তাঁহারা অলঙ্কারপূর্ণ শব্দাড়ম্বরযুক্ত বাক্য বিন্যাসে পটু নহেন, সরল সত্যই তাঁহাদিগের বক্তৃতার এক মাত্র অলঙ্কার। তাঁহাদিগের কুলীনত্ব কোন মর্ত্ত্য লোকের রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত নহে, তাহা সেই রাজার রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত, যাঁহার সিংহাসন দ্যুলোকে ও ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যখন সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তাঁহাদিগকে আপনার সমীপবর্ত্তী করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছেন, তখন তাঁহারা কি প্রধান ব্যক্তি নহেন? যদ্যপি স্বর্গ মর্ত্ত্য বিনষ্ট হয়, তথাপি যখন তাঁহারা বিদ্যমান থাকিবেন তখন তাঁহারা কি উচ্চপদান্বিত ব্যক্তি নহেন? তাঁহাদিগেরই শুভ সাধন জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক ভূত কালের ঘটনা সকল বিহিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগেরই জন্য রাজ্য সকল উদিত, উন্নত ও বিনষ্ট হইয়াছিল এবং ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই মঙ্গল জন্য ধর্ম্ম গ্রন্থের রচিয়তারা ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগেরই মঙ্গল জন্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা অসাধারণ কষ্ট ও নিগ্রহ সহ্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগেরই মঙ্গল জন্য সেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের কষ্টজনিত স্বেদধারা বিনির্গত হইয়াছিল। তাঁহাদিগেরই মঙ্গল জন্য তাঁহাদের নিগ্রহ-নিঃসারিত শোণিত ভূতলে পতিত

হইয়াছিল। অতএব তাঁহারা আপনাদিগকেই কখনই দীন মনে করেন না। তাঁহারা অদীনাত্মা হইয়া সংসার মধ্যে বিচরণ করেন। যখন এবম্প্রকার ধার্ম্মিক পুরুষেরা ঈশ্বরের উপাসনা কার্য্য করেন, তখন তাঁহাদিগের অশ্রুপাত রোম-হর্ষণ প্রভৃতি ভক্তির অসাধারণ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়। তাঁহারা যদ্যপি মোহবশতঃ কোন একটি ক্ষুদ্র কুকর্ম্ম করেন তাহা হইলেও তাঁহাদিগের মানসিক যাতনার আর সীমা থাকে না। প্রবল বাত্যার সময় সমুদ্র কি আন্দোলিত হয়? তাঁহাদিগের মন তখন এমনি উদ্বেল হইয়া উঠে। তাঁহারা তখন বিষাদপঙ্কে পতিত হইয়া এই আর্ত্তনাদ করেন যে, "প্রিয়তম বন্ধু তাঁহার মুখ আমার নিকট হইতে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। যখন তাঁহার প্রসাদ আমি হারাইয়াছি তখন আমার কি রহিল? 'হারায়ে জীবন শরণে জীবনে কি কাজ আমার'।" তাঁহারা অনুতাপের সময় মনের এপ্রকার উদ্বেলতা প্রকাশ করেন কিন্তু সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন সময়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে স্থিরধী। ঐ কার্য্য সম্পাদন সময়ে এপ্রকার মনের স্থিরতা তাঁহাদিগের ধর্ম্মোৎসাহ হইতেই উৎপন্ন হয়। মনের এই ভাবটী সর্ব্বোপরি প্রবল হইয়া অন্যভাব সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তাঁহাদের রাগ, দ্বেষ, লোভ, ভয়, সকলই তাঁহাদের ধর্ম্মোৎসাহের অধীন। মৃত্যু তাঁহাদিগের নিকট ভয়ানক নহে, আমোদ তাঁহাদিগের নিকট মনোহর নহে। ধর্ম্মোৎসাহ তাঁহাদের হৃদয় হইতে অধম প্রবৃত্তি এবং পক্ষপাত দূরীকৃত করে এবং তাঁহাদের চিত্তকে বিপদ ও প্রলোভনের পরাক্রমের অতীত করে। তাঁহারা পৃথিবীতে লৌহদণ্ডের ন্যায় গমন করেন। মনুষ্যের সঙ্গে

তাঁহাদের সংস্রব আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা মানবীয় ক্ষীণ ভাবের উপর, সুখ দুঃখ শ্রান্তি ও কষ্টসম্বন্ধে তাঁহারা মৃতবৎ। তাঁহারা অস্ত্র দ্বারা শঙ্কিত হয়েন না, বিঘ্ন বিপত্তি দ্বারা প্রতিহত হয়েন না। তাঁহারা ক্ষতিকে লাভ বোধ করেন, লজ্জাকে গৌরব মনে করেন, এবং মৃত্যুকে জয় জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের চিত্ত মানবীয় ক্ষীণতা বিষয়ে প্রস্তরবৎ কঠোর কিন্তু এক বিষয়ে তাহা অত্যন্ত কোমল। মনুষ্যের পাপ জন্য তাহা কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হয় তাহা বর্ণনা করা যাইতে পারে না। পাপী মনুষ্যের পরিত্রাণ জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই কাতর চিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। কোন ব্যক্তি যেমন তাহার ভ্রাতার দুরবস্থার নিমিত্ত ক্রন্দন করে তেমনি পতিত মনুষ্যের জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই ক্রন্দন করেন। মনুষ্যের পাপ জন্য বিলাপোক্তি তাঁহাদিগের বক্তৃতাতে সর্ব্বদাই উপলক্ষিত হয়। তাঁহারা কুসময়ে কুলোকপূর্ণ সমাজেই জন্ম গ্রহণ করেন। লোকসমাজের যে সকল দোষ ও ভ্রম সাধারণ লোক দ্বারা অনুভূত হয় না সে সকল দোষ ও ভ্রম তাঁহারা স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তি দ্বারা অনুভব করেন। তাঁহাদের ভাগ্যে কেবল অপবাদ, নিন্দা ও নিগ্রহই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা নিগ্রহ প্রাপ্তিকালে নিগ্রহদাতাদিগকে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া আপনাদিগের স্বভাবের অসাধারণ ঔদার্য্য প্রকাশ করেন। এতদ্রূপ মহাত্মাদিগের ধর্ম্মোপদেশের এত বল যে তাহা বর্ণন করা যায় না। স্বর্গীয় অগ্নি দ্বারা তাঁহাদের জিহ্বা অগ্নিময় হয়, তাঁহাদের মুখশ্রী বিদ্যুতের ন্যায় আভা ধারণ করে, বজ্রসম বলের সহিত তাঁহাদের মুখ হইতে সত্য

বিনিঃসৃত হয়। স্বয়ং বাগ্মীতা আসিয়া তাঁহাদের ওষ্ঠোপরি আবির্ভূত হন। ধর্ম্ম বিষয়ে বলিবার সময় তাঁহারা কোন ভয় দ্বারা সঙ্কুচিত হন না। তাঁহারা সকল সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন; তাঁহারা যদি অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে কে যেন তাঁহাদের কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করে। তাঁহারা সেই কার্য্য সম্পাদন জন্য বিশ্রাম-আগারের আরাম ও প্রিয়-বন্ধুদিগের মনোরম সংসর্গ পরিত্যাগ করেন। ধর্ম্মপ্রচার-প্রবৃত্তি তাঁহাদিগকে নির্জনতাপ্রিয় ও নিজের প্রতি নিষ্ঠুর করে। সেই প্রবৃত্তি তাঁহাদিগকে নিদ্রা হইতে বঞ্চিত করে ও পরিশ্রম বিষয়ে শ্রান্তিশূন্য করে। তাঁহারা যদি স্বভাবতঃ ভীরু ও কোমল প্রকৃতি হয়েন তথাপি তাঁহারা যেন দৈব বল দ্বারা অসাধারণ সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। বিপদ সাগর আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করে কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করেন না। তিনি কখন তাঁহাদিগের আত্মাকে অবনত ও ম্রিয়মাণ হইতে দেন না। তাঁহাদিগের কারাগারের প্রাচীরের উপর তিনি স্বর্গীয় সুখের ছবি চিত্রিত করেন। তাঁহাদিগের হৃদয়কুটীরে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ সর্ব্বদাই দীপ্তি পায়, কখনই নির্ব্বাণ হয় না। যাঁহারা ঈশ্বরের অনুচর, তাঁহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই।

বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, পূর্ব্ববর্ণিত ধর্ম্মের বিকৃতাবস্থার লক্ষণ সকল আমাদিগের জন্মভূমি ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইতেছে এবং ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন জন্য লোকের একটী প্রবল ইচ্ছাও জন্মিয়াছে এবং এই অসাধারণ কালানুযায়ী

কষ্টসহিষ্ণু লোক সকলও আমাদিগের মধ্যে উদিত হই-তেছেন।

যেমন বন্যার পূর্ব্বে নদীর উপর ফেনা দৃষ্ট হয় ও বন্যার শঙ্কার উদ্রেক করে, তেমনি ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের বন্যার পূর্ব্ব চিহ্ন স্বরূপ কোন কোন মহাত্মা ব্যক্তি দ্বারা পৌত্তলিকতা পরিত্যক্ত হইয়াছে ও পরিবর্ত্তনপ্রতিপক্ষদিগের শঙ্কা উপস্থিত হই-তেছে। যেমন বন্যার গর্জন শ্রবণ করিলে পুষ্করিণীর মৎস্য সকল সেই বন্যার জলে মিশিবার জন্য অস্থির হয়, তেমনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রচলিত হইতে থাকিবে ও ধর্ম্মপরি-বর্ত্তন জনিত আন্দোলন মহাপ্রবল রূপ ধারণ করিবে, তখন পৌত্তলিকতা রূপ পঙ্কিল তড়াগে বদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী লোকেরা সেই পরিবর্ত্তনে যোগ দিবার জন্য অস্থির হইবে। যেমন বণ্যা দ্বারা আপাততঃ নানাপ্রকার হানী হয়, কিন্তু পরে যেখানে বন্যার জল তরঙ্গিত হয় সেখানে ভূমিউর্ব্বরা হইয়া শস্য পূর্ণ উদ্যান হাস্য করিতে থাকে ও শান্তি ও সচ্ছন্দতা বিরাজ করে, তেমনি ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন দ্বারা আপাততঃ অনেক লোকের কষ্ট হইবে কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা সচ্ছন্দতা লাভ করিবে। অনেকে এই রূপ বলেন যে এক্ষণে কেবল ধর্ম্ম শিক্ষা দেও; অধিকাংশ লোকে যখন নির্ম্মল ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিবে এবং কুসংস্কার হইতে বিমুক্ত হইবে, তখন দল করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিলে তাহা সহজে প্রচলিত হইবে আর কোন কষ্ট পাইতে হইবেনা। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, যে সরল চিত্ত সহৃদয় ব্যক্তি নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি সেই জ্ঞানানুসারে কার্য্য না

করিয়া কত ক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? তিনি সেই সর্ব্বদৃক্ পুরুষের দৃষ্টিতে কত ক্ষণ কপট হইয়া থাকিতে পারেন? তিনি পুত্তলিকার উপাসনা দ্বারা আপনার প্রিয়তম ঈশ্বরকে কত ক্ষণ অবমাননা করিতে পারেন? ইহা যথার্থ বটে যে, লোক-সমাজ-চ্যুত না হইলে তাহার অনেক উপকার করা যায়, কিন্তু স্বদেশ ও ঈশ্বর এই দুয়ের অনুরোধের মধ্যে কাহার অনুরোধ রাখা কর্ত্তব্য? ঈশ্বরের অনুরোধ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু ঈশ্বরের এমনি নিয়ম যে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলেই দেশের উপকার আপনি আপনি হইয়া উঠে। দল করিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করার বিষয়ে পুরাবৃত্ত সাক্ষ্য প্রদান করে না। সকল স্থানেই এক এক জন করিয়া নূতন ধর্ম্ম ও তাহার অনুষ্ঠান অবলম্বনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের লইয়া পরে দল হইয়াছিল। যত বিলম্বে অনুষ্ঠান আরম্ভ হউক না কেন, প্রথমে প্রতিপক্ষতাচরণ পাইতেই হইবে। অতএব প্রতীত হইতেছে যে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সুখসেব্য উপায় নাই। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন সাধন করিবার জন্য ঈশ্বর সহজ সুগম রাজপথ বিধান করেন নাই। যেমন গর্ভ-যাতনা ব্যতীত বালক সুন্দর দিবালোকময় পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইতে পারে না, যেমন মৃত্যু যাতনা ব্যতীত মনুষ্য পারলৌকিক সুখের অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তেমনি কষ্ট ও বিঘ্ন বিপত্তি ব্যতীত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন কার্য্যের সাধন হইতে পারে না। সকল দেশেই এই রূপে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ কিছু নৈসর্গিক নিয়মের বহির্ভূত নহে। অন্যান্য দেশে ধর্ম্ম সংস্কার কার্য্য যে রূপে সম্পাদিত হই-

য়াছে ভারতবর্ষেও তাহা সেই রূপেই সম্পাদিত হইয়াছে ও হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

বসন্তকূজন।

মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা।

ফাল্গুন ১৭৮১ শক।

অদ্য আমরা এই সুরম্য কালে, এই সুরম্য স্থানে, ঈশ্বরোপাসনার্থে সমাগত হইয়া কি অনুপম আনন্দ লাভ করিতেছি! কি মনোহর কাল উপস্থিত হইয়াছে! এই ক্ষুদ্র গিরিস্থিত বৃক্ষ সকল নব পল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুসৌরভ বিস্তার করিতেছে, বিহঙ্গগণ বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া সঙ্গীতসুধা বর্ষণ করিতেছে, বসন্ত সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া হৃদয় মধ্যে অনেক কাল অননুভূত আশ্চর্য্য আহ্লাদ-রসের সঞ্চার করিতেছে। বসন্ত ঋতু-কুলের অধিপতি; এই ঋতু-কুলের অধিপতির আধিপত্য কালে মনের অধিপতিকে মনোমন্দিরে প্রীতিরূপ পবিত্র পুষ্প দ্বারা উপাসনা করিতেছি, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? বসন্ত সকল ঋতুর প্রধান, বসন্ত অতি সুখের সময়, অতএব আপনারা সকলে একবার মনের সহিত বসন্তের প্রেরয়িতাকে ধন্যবাদ করুন। আমরা এই সামান্য সুরম্য স্থানে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া এই রূপ আনন্দ লাভ করিতেছি, কিন্তু যাঁহারা সমুদ্রে অথবা

মহোচ্চ পর্ব্বত-শিখরে, ইহা অপেক্ষা সুরম্য স্থানে, ঈশ্বরারাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা কি ভাগ্যবান্! কিন্তু আমি কি বলিতেছি! ঈশ্বর কি কেবল সুরম্য স্থানেই বর্ত্তমান আছেন,—অন্য স্থানে কি তিনি বর্ত্তমান নাই? কেবল বসন্ত ঋতুই কি তাঁহার মঙ্গলময় ভাব প্রচার করিতেছে, অন্য ঋতু কি সে ভাব সমান পরিমাণে প্রচার করে না? যে মহাত্মা ব্যক্তির হৃদয়ে সকল স্থানে সকল কালে এই সুরম্য স্থানের সন্নিহিত স্রোতস্বতীর সুনির্ম্মল সুস্নিগ্ধ প্রবাহের ন্যায় ব্রহ্মানন্দ নিরন্তর প্রবাহিত হয়, তিনিই ধন্য। অনেকে এই স্থানে আসিয়া অলীক আমোদে দিবস যাপন করেন, কিন্তু অদ্য এই স্থানের যথার্থ ব্যবহার হইতেছে। মনোহর পুষ্পোদ্যানে দণ্ডায়মান হইয়া যদ্যপি তাঁহাকে স্মরণ না হইল, সুধাময় চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া যদ্যপি তাঁহাকে মনে না পড়িল, বসন্ত সময়ে যদ্যপি তাঁহার সৌরভ অনুভূত না হইল, তবে ঐ সকল বস্তু আমাদিগের পক্ষে বৃথা হইল। যাহারা ঐ সকল বস্তুকে কেবল ইন্দ্রিয়সুখদায়ক বলিয়া জানে, তাহারা কি দুর্ভাগ্য! তাহারা তাহাদের প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য্য অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। পুষ্পভোজী কীট পুষ্পের প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য্য কি অনুভব করিবে? মনুষ্যই তাহার প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারে। বসন্ত-কালে পৃথিবী রসপূর্ণা হইয়াছে, কিন্তু কবে আমাদিগের হৃদয় সেই রস-স্বরূপের প্রীতিরসে পূর্ণ হইবে? বৃক্ষগণ মুকলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুসৌরভ বিস্তার করিতেছে, কিন্তু আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য কবে স্বীয় মঙ্গলময় ভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিবে? বিন্দু বিন্দু মকরন্দ বৃক্ষ-মুকুল হইতে প্রচ্যুত হইয়া

আমাদিগের মস্তকোপরি পতিত হইতেছে, কিন্তু কবে তাঁহার পবিত্র সাক্ষাৎকারের অনুপম মকরন্দ আমাদিগের মনের উপর পতিত হইবে। কত কালে পুষ্পোদ্যানে পুষ্প-বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিবে বলিয়া আমরা পূর্ব্ব হইতে কত যত্ন পাই, কিন্তু ঈশ্বরপ্রীতির অঙ্কুর, যাহা ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষের রূপ ধারণ করিলে নিত্য কাল আমাদিগকে তৃপ্ত রাখিবে, তাহার উন্নতি সাধনে কি তত যত্ন করিয়া থাকি? ব্রহ্মপ্রীতির বর্ত্তমান ক্ষুদ্র আকার দেখিয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা কদাচ নিরাশ হয়েন না। নদীর প্রস্রবণ এমনি সঙ্কীর্ণ যে শিশু তাহা উত্তরণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু সেই প্রস্রবণই ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইয়া তীরস্থ প্রদেশ সকলকে ধনধান্যসমৃদ্ধিমান্ করিয়া মহাকল্লোলসমন্বিত বেগে সমুদ্র সমাগম লাভ করে। সেই রূপ ব্রহ্মপ্রীতি প্রথমতঃ সঙ্কীর্ণ হইলেও ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইয়া মর্ত্ত্য লোকের উপকার সাধন করত সান্দ্রানন্দ সুধার্ণবের সহিত সম্মিলিত হয়। কিন্তু ইহা যত্নসাপেক্ষ। যত্ন না করিলে তাহা কখনই হইতে পারে না। এই কঙ্করময় ভূমিতে এই অযত্নসম্ভূত বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া ফল ফুলে সুশোভিত হয়, আর প্রযত্ন সহকারে ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক নানা সুকোমল ভাবের বীজ বিশিষ্ট মনুষ্যের মনোরূপ উর্ব্বরা ভূমি হইতে ঈশ্বরপ্রীতিরূপ পুষ্পলতিকার উৎপত্তি ও উন্নতি সাধনে কেন নিরাশ হইব? অতএব আমাদিগের সকলের উচিত যে ঐহিক সুখলাভের ও অস্থায়ী সংসার পার সেই অভয়পদ প্রাপ্তির একমাত্র কারণ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য

সাধনে সম্যক্ যত্নবান্ হই এবং যত্নবান্ হইতে অন্যকে সর্বদা উপদেশ প্রদান করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮২ শক।

অদ্যকার উৎসব দিবসে মনোমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে প্রফুল্লতার হিল্লোলকে একবার স্বাধীন-রূপে সঞ্চরণ করিতে দেও। সাংসারিক ভাবনা ভাবিতে গেলে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না—একবার সাংসারিক ভাবনা দূর করিয়া প্রফুল্ল হও। দিবস তোমাদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, ঋতু তোমাদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, স্থান তোমাদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, প্রকৃতি চতুর্দ্দিকে মনোহর বেশ ধারণ করিয়া প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে। যদি প্রফুল্ল না হও, তবে দিবসের প্রতি, ঋতুর প্রতি, স্থানের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি অশিষ্টাচার হইবে। প্রফুল্ল হইতে তোমাদিগকে এতই বা অনুরোধ করিতেছি কেন? বসন্তসমীরণের এমনি গুণ, নবপল্লবিত ও মুকুলিত বন ও উপবনের এমনি শক্তি, বিহঙ্গ-কুজিত সুশব্দের এমনি ক্ষমতা, ঈশ্বর স্মরণের এমনি চমৎকার প্রভাব, যে তোমারা প্রফুল্ল না হইয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদিগকে কত সহজেই আনন্দিত করেন। একটু স্থানের পরিবর্ত্তনে, একটু কালের পরির্ত্তনে, তিনি আমাদিগকে কত আনন্দই প্রদান করেন। নিকট-স্থিত নগর হইতে আমরা এখানে আসিয়া কত আনন্দই উপভোগ করিতেছি। প্রতি বৎসর শীত না যাইতে যাইতে বসন্ত-সমীরণ হঠাৎ প্রবাহিত হইয়া জীব-শরীর এতদ্রূপ প্রফুল্ল করে যে পুত্রশোকে অভিভূত ব্যক্তিও পুলকিত না হইয়া

কখনই থাকিতে পারে না। যিনি আমাদিগকে এতদ্রূপ অনায়াসে সুখী করিতে পারেন, তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর কর। মৃত্যুর পরে যে কত সহজে কত প্রকার আনন্দ তিনি প্রদান করিবেন, তাহা এক্ষণে কে বলিতে পারে? "কে বা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।" যে সুখ-ভাণ্ডার ঈশ্বর আপনার ভক্তের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহা চক্ষু দর্শন করে নাই, কর্ণও শ্রবণ করে নাই, মনুষ্যের মন কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় নাই। সে সুখ-ভাণ্ডার উপভোগ করিবার জন্য কেবল ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন আবশ্যক হয়। এমন সহজ ও সুন্দর উপায় থাকিতে আমরা যদি সে সুখ-ভাণ্ডার অধিকার করিবার উপযুক্ত না হই, তবে আমরা কি হতভাগ্য! অহোরাত্র ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য অবলোকন কর, অহোরাত্র সেই মঙ্গলময়ের "আনন্দ-জনন সুন্দর আনন" দর্শন কর, অহোরাত্র তাঁহার অমৃত সহবাসের মাধুর্য্য আস্বাদন কর, অহোরাত্র আপনার চরিত্র সংশোধন কর, অহোরাত্র ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর; তাহা হইলে এক দিন কি? প্রতি দিনই বসন্তের উৎসব তোমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিবে। ধর্ম্মবীর্য্যে সর্ব্বদা বীর্য্যবান থাক, ধর্ম্মোৎসাহে সর্ব্বদা উৎসাহান্বিত থাক, "দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশ গাও," সাংসারিক শোচনায় অভিভূত হইয়া আপনাকে দীনভাবাপন্ন ও মলিন করিও না। নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ থাকিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি আনন্দ বিতরণ উদ্দেশেই জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি

সদানন্দ-চিত্ত থাকেন, তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পাদন করেন ও স্বয়ং কৃতার্থ হয়েন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সেই মঙ্গলস্বরূপ পুরুষকে স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তাঁহার নিত্য শান্তি হয়। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮৩ শক।

আমরা প্রতিবৎসর বসন্তকালে এই সুরম্য স্থানে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া কি পর্য্যন্ত না প্রীত হই! বসন্ত অতি মনোহর কাল। বসন্ত কালে ঈশ্বরের প্রেমময় ভাব চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করে; বসন্ত কালে ঈশ্বরের প্রেমমুখ আমরা বাহ্য জগতে আরো স্পষ্ট দেখিতে পাই। যে ব্যক্তি বসন্ত কালে কোকিলরব শ্রবণ করিয়াছে সে কখনই এমত বিশ্বাস করিতে পারে না যে আমাদিগের ঈশ্বর কোন নিষ্ঠুর দৈত্য। চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু হৃদয়ে অপূর্ব্ব রমণীয় ভাব সকলের উদ্রেক করিতেছে। নবজীবনপ্রাপ্ত পৃথিবী নবজীবনপ্রাপ্ত আত্মার কথা স্মরণ করিয়া দিতেছে, নব পল্লব ও কুসুম সকল সদ্যোজাগ্রৎ আত্মাতে নবোদিত ধর্ম্মভাবসকলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, বসন্তসমীরণ আত্মার নবজীবনোৎপন্ন আনন্দ-পবনের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। আমরা এমন সুন্দর ঋতুতে ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া সেই পরম পাতার উপাসনা করিতেছি ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? তিনিই আমাদিগের মনে সেই ভ্রাতৃভাব প্রেরণ করিতেছেন। তিনিই বন্ধুতার স্রষ্টা, প্রীতি-রসের জনয়িতা ও আনন্দের প্রস্রবণ। তিনি আমাদিগের পরম সুহৃৎ, তিনি আমাদিগের চিরজীবন সখা। সে অমুল্য নিধি যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি সংসারের অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করেন না; তিনি তাঁহার প্রীতিসুধা পানে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন। পূর্ব্ব-

কালীন ঋষিরা নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর সুধার্ণবে অবগাহন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। এস আমরা সকলে সেই সুধার্ণবে গাত্র ঢালিয়া দিই—অদ্যকার উৎসব দিবস সার্থক করি। এই ধর্ম্মোৎসব যেন নিরন্তর আমাদিগের মনে বিরাজ করে; ঈশ্বরানুগ্রহে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ যে পরম পবিত্র মহৎ ধর্ম্ম এই ভাগ্যবান্ বঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার প্রসাদাৎ সকল দিবসই আমাদিগের উৎসবের দিবস। আমাদিগের উৎসবের এখন কি হইয়াছে? আমরা যত উৎকৃষ্ট লোক হইতে উৎকৃষ্টতর লোকে উত্থিত হইব, ততই আমাদিগের উৎসব বর্দ্ধিত হইবে। সে উৎসবের গম্ভীরতা ও মাধুর্য্যের সহিত তুলনা করিলে সাগরের গম্ভীরতা ও সঙ্গীতের মাধুর্য্য কোথায়? সেই সুখচ্ছবি যদি আমাদিগের মনশ্চক্ষুদ সম্মুখে এখনই প্রতিভাত হয়, তবে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ নদী হইতে নূতন সমুদ্রে সমাগত নাবিকের ন্যায় আমাদিগের আশ্চর্য্য ভাব সমুদ্ভুত হইবে। যাহাতে আমরা সেই পরম প্রার্থনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহার উপায় আমাদিগের অবলম্বন করা উচিত। যেমন অদ্য আমরা এই গোপগিরির নিকটস্থিত সুনির্ম্মল স্রোতঃস্বতীতে অবগাহন করিয়া আমাদিগের গাত্র শুদ্ধ করিয়াছি, তেমনি মনের শুদ্ধতা সম্পাদনার্থে আমরা যেন যত্নবান্ হই, তাহা হইলেই আমরা সেই অমৃতধামের উপযুক্ত হইব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮৪ শক।

বৎসরের পরিবর্ত্তন পুনর্ব্বার বসন্তের উৎসবের সময় আনয়ন করিয়াছে। পুনর্ব্বার গোপগিরি মনোহর বসন্তবেশ ধারণ করিয়াছে, পুনর্ব্বার আমাদিগের পুরাতন সখা এই বৃক্ষ সকল নবপল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া চিত্ত হরণ করিতেছে, পুনর্ব্বার বসন্ত সমীরণ এই স্থলে প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে অপূর্ব্ব আহ্লাদরসের সঞ্চার করিতেছে। বাহ্য জগৎ শীতের সময় হীন দশা প্রাপ্ত হইয়া মৃতবৎ হয়; বসন্ত সমাগমে নব জীবন লাভ করে, নূতন রসে পূর্ণ হইয়া তেজস্বী হয়। বন ও উপবন সকলের ন্যায় মনুষ্যও হীন দশা প্রাপ্ত হয় কিন্তু বন ও উপবন সম্বন্ধে যেমন বসন্তের উদয় হয় তেমনি মনুষ্যের আত্মা সম্বন্ধে কি বসন্তের উদয় হইবে না? আমাদিগের অশেষ উন্নতির আশা কি চরিতার্থ হইবে না? এই সকল মহৎ মনোবৃত্তি অনন্ত দেশে ও অনন্ত কালে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হইতেছে, সে সকল মনোবৃত্তি কি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? যে নিত্য পূর্ণ সুখের ইচ্ছা আমাদিগের স্রষ্টা হৃদয়ে গাঢ় রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন তাহা কি কখনই সম্পূর্ণ হইবে না? এমত আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিব না। বসন্ত কালে বাহ্য জগৎ যেমন নব জীবন প্রাপ্ত হয় মনুষ্যও সেইরূপ মৃত্যুর পরে নব জীবন প্রাপ্ত হইবে। বসন্ত কালে যেমন প্রকৃতি নবতর কল্যাণতর রূপ ধারণ করে মনুষ্যও সেই রূপ নবতর কল্যাণতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সে অবস্থা

ইন্দ্রধনু অপেক্ষা সুশোভন ও বসন্তপুষ্পমধু অপেক্ষা সুমধুর। ধার্ম্মিক ব্যক্তির জন্য উৎসবের পর উৎসব, আনন্দের পর আনন্দ, অশেষ উন্নতি সঞ্চিত রহিয়াছে। এই অশেষ উন্নতির আশা আমাদিগের হৃদয়ে কে সঞ্চার করিয়াছেন? অন্য কোন ধর্ম্ম তো আত্মার অনন্ত উন্নতির কথা বলে না। আমাদিগের প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্মই এই অশেষ উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বসন্ত সমাগমে যেমন বাহ্য জগৎ নব জীবন লাভ করিতেছে তেমনি ধর্ম্ম আমাদিগের দেশে নব জীবন প্রাপ্ত হইতেছে। বসন্ত সমাগমে যেমন বন ও উপবন সকল নূতন শ্রীতে বিভূষিত হইতেছে, তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদাৎ আমাদিগের দেশের রীতি নীতি নূতন শ্রী ধারণ করিতেছে। যিনি বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বসন্ত প্রেরণ করেন, তাঁহাকে মনের সহিত ধন্যবাদ কর। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া যদি পুলকে পূর্ণ না হইব তবে কাহাকে স্মরণ করিয়া পুলকে পূর্ণ হইব? যদি তাঁহার উদ্দেশে উৎসব না করিব তবে কাহার উদ্দেশে উৎসব করিব? সঙ্গীত দ্বারা যদি তাঁহার গুন কীর্ত্তন না করিব তবে কাহার গুন কীর্ত্তন করিব? অতএব মনের সহিত অদ্য বসন্তের উৎসব-কার্য্য সমাধা কর, তাঁহার পবিত্র নাম লইয়া জীবন সফল কর, তাঁহার গুন গান দ্বারা বন উপবন সকলকে প্রতিধ্বনিত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮৫ শক

আমরা যে বসন্তের উৎসবের দিবস অনেক দিন অবধি প্রতীক্ষা করিতেছিলাম অদ্য সেই দিবস উপস্থিত। অদ্য সেই সর্ব্ব-স্রষ্টাকে স্মরণ কর যাঁহার মধুর মঙ্গল মূর্ত্তি অবলোকন করিলে কোন ভয়, কোন উদ্বেগ থাকে না। অপূর্ব্ব মলয়সমীরণ তাঁহারই মঙ্গল বার্ত্তা সর্ব্বত্র বহন করিতেছে; তাঁহারই করুণা মূর্ত্তিমতী হইয়া নব পল্লব ও মুকুলের রূপ ধারণ করিয়াছে। তিনি যেমন বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে বসন্ত প্রেরণ করেন তেমনি আত্মা সম্বন্ধেও বসন্ত প্রেরণ করেন। তিনি যেমন বসন্ত কালে বাহ্য জগৎকে নব জীবন প্রদান করেন তেমনি মৃত আত্মাতে ধর্ম্ম প্রবেশ করাইয়া তাহাকে নব জীবন প্রদান করেন। পাপই মৃত্যুর প্রতিকৃতি; ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন। যে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করে সে নবজীবন প্রাপ্ত হয়। বসন্তপুষ্পের ন্যায় ঈশ্বরের প্রীতিরূপ পুষ্প তাঁহার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করে; বসন্তসমীরণের হিল্লোলের ন্যায় ব্রহ্মানন্দের হিল্লোল তাঁহার আত্মাতে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করে। যেমন শীতপ্রধান দেশে তুষারঘনীভূত স্রোতঃস্বতী সকল বসন্ত সমাগমে দ্রবীভূত হইয়া মনুষ্যের মঙ্গল জন্য প্রবাহিত হয় তেমনি স্বার্থপরতারূপ তুষারে জড়ীভূত মনোবৃত্তি সকল ধর্ম্মের আবির্ভাবে ঔদার্য্য ভাব অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের হিত সাধনে ব্যস্ত হয়। বসন্ত কালে কেবল জীবিত

থাকাই যেমন সুখের প্রতি কারণ হয়, বসন্ত কালে যেমন প্রতি নিঃশ্বাসে আমরা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনায়াসে প্রাপ্ত হই, তেমনি ধর্ম্মরূপ জীবন-প্রাপ্ত মনুষ্য অযত্নসম্ভূত সহজ আনন্দ নিরন্তর উপভোগ করেন। তিনি এখানে যে জীবন ও আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন, সেই জীবন ও আনন্দই পরকালে প্রাপ্ত হয়েন; কেবল তাহা তথায় উন্নত ভাব অবলম্বন করে, এইমাত্র প্রভেদ। কেবল তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়; তাঁহার জীবন ও আনন্দ উন্নত নূতন অবস্থায় স্ফুরিত হয়। যিনি বাহ্য জগৎসম্বন্ধে আত্মাসম্বন্ধে বসন্ত প্রেরণ করেন, অদ্য সেই মধুময় পুরুষকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত উপাসনা করিয়া জন্ম সার্থক কর। অদ্য সাংসারিক শোক দুঃখ বিস্মরণ পূর্ব্বক সেই সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তাকে সম্মুখস্থ করিয়া উৎসবের আনন্দে নিমগ্ন হও। যেমন মর্ত্ত্য লোকের পিতা কখন এমত ইচ্ছা করেন না যে বালক সাংসারিক চিন্তায় অভিভূত হইয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণবদন হইয়া থাকে, তেমনি আমাদিগের পরম পিতার কখন ইচ্ছা নয় যে, কেবল সাংসারিক উদ্বেগে উদ্বিগ্ন থাকিয়া আমরা কাল যাপন করি। বালক যেমন সম্পূর্ণ রূপে পিতার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তেমনি আইস আমাদিগের ভাবী সুখ দুঃখ সেই পরম পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হই। যে ব্যক্তি বালকের ন্যায় নির্ভর-ভাবাপন্ন, সরল, নির্দ্দোষ ও সদানন্দ না হইতে পারেন, তিনি ঈশ্বর হইতে অনেক দূর। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মনুষ্য, যিনি প্রৌঢ়াবস্থায় অভিজ্ঞতার সহিত বালকের ঔদার্য্য ও সারল্য সংযোগ করেন। বসন্তকাল বাল্যকালের প্রতিরূপ; এক্ষণে বিষণ্ণ থাকা কখনই

উচিত হয় না। অদ্য সকলে সাংসারিক চিন্তা দূর করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হও। অদ্য ব্রহ্ম-প্রীতিরূপ সুগন্ধ মাল্য ও আনন্দ রূপ বসন্তীয় পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক বসন্তের উৎসবের কার্য্য মনের সহিত সমাধা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮৬ শক।

অদ্য আমাদিগের বসন্তীয় উৎসবের দিবস উপস্থিত। অদ্য আমাদিগকে তিন প্রকার সৌন্দর্য্য এই স্থানে আকর্ষণ করিয়াছে; বসন্তের সৌন্দর্য্য, সখ্যভাবের সৌন্দর্য্য এবং ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য। বসন্ত কালে জগতে নবজীবন ও নবরসের আবির্ভাব হয়; বন ও উপবন সকল নব পল্লব ও মুকুলকুলে পরিশোভিত হইয়া চিত্ত হরণ করে; পক্ষিগণ নূতন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তি পূর্ব্বক অবরুদ্ধ কণ্ঠ সকল পরিমুক্ত করিয়া সঙ্গীতসুধা বর্ষণ করে; অপূর্ব্ব মলয়সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে আশ্চর্য্য সুখের সঞ্চার করে। কিন্তু বসন্তের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সখ্য ভাবের সৌন্দর্য্য কি শ্রেষ্ঠ! যখন হৃদয় হৃদয়কে আকর্ষণ করে, যখন এক সরল সত্য-নিষ্ঠ ঈশ্বর-পরায়ণ মন অন্য সরল সত্য-নিষ্ঠ ঈশ্বর-পরায়ণ মনের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রণয়পাশে বদ্ধ হয়, সে ভাবের সৌন্দর্য্যের নিকট বসন্তের সৌন্দর্য্য কোথায়? কিন্তু যিনি বসন্তের সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি-কর্ত্তা ও সখ্যভাবের সৌন্দর্য্যের জনয়িতা, তাঁহার সৌন্দর্য্যের কি সীমা আছে? তিনি সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ; তাঁহা হইতে সকল জ্যোতি, সকল শোভা ও সকল সৌন্দর্য্য বিনিঃসৃত হইতেছে। তিনি গুণের আকর, তিনি সৌন্দর্য্যের সাগর। ঈশ্বরের অনুপম গুণই তাঁহার সৌন্দর্য্য। সে সৌন্দর্য্যের সহিত চর্ম্মের সম্পর্ক নাই, সে সৌন্দর্য্যের সহিত মলার সম্বন্ধ নাই। সে সৌন্দর্য্য যে ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতেছে,

তাহার আর চক্ষু ফিরাইবার সাধ্য হইতেছে না। ব্যাকুলতা-শান্তিকর ভিষক্ আছেন, কিন্তু আমাদিগের ব্যাকুলতা কোথায়? প্রেমী কে হইল যে প্রেমাস্পদ তাহার প্রতি প্রীতি-দৃষ্টি না করিলেন? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয় ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তিনি তাহার সমীপে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। ঈশ্বর যে ব্যক্তিকে স্বীয় সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপাসক দেখেন, তিনি তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আপনার সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ অধিকতর প্রকাশিত করিতে থাকেন। এ অবস্থাতে সাধকগণ "উৎসবাৎ উৎসবং যান্তি সর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখম্" উৎসব হইতে উৎসবে, স্বর্গ হইতে স্বর্গে, সুখ হইতে সুখে উপনীত হয়েন। এই রূপে তাঁহার পবিত্র যৌবন বিগত হইয়া যখন তাঁহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়, তখন কি তাঁহার আনন্দের হ্রাস হয়? কখনই নয়। বরং তাহা অস্তকালীন সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় আরো গাঢ় ও পরিপক্ক হয়। বাহ্যে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন, অন্তরে চির-যৌবন ও চির-বসন্ত, এই বাহ্য বসন্ত সেই আধ্যাত্মিক বসন্তকে উদ্দীপন করিয়া দিতেছে। যিনি বসন্তের সৌন্দর্য্যে, সখ্যভাবের সৌন্দর্য্যে ও স্বীয় সৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতেছেন, এস অদ্য আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার গুণ গান করত আমাদের জীবনকে সুন্দর করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

ফাল্গুন ১৭৮৭ শক।

বসন্ত ঋতু উপস্থিত, প্রাতঃসূর্য্য সমুদিত, গোপগিরি প্রফুল্লিত। আমরা এই শুভক্ষণে এককালে নূতন ঋতু, নূতন দিবস, নূতন শরীর ও মনের নূতন বীর্য্য, লাভ করিয়াছি। সকলই অভিনব ; এখন আমাদের ভক্তি-পুষ্প অভিনব রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই মঙ্গলময়ের চরণে কি অর্পিত হইবে না ? বন, উপবন, গিরি, কানন, স্রোতস্বতী, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে ; পক্ষিগণ বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইয়া তাঁহার গুণ গান করিতেছে; মলয়সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া তাঁহার যশ প্রচার করিতেছে ; স্বয়ং বসন্ত গন্ধ-পুষ্প হস্তে লইয়া তাঁহার পূজার জন্য অগ্রসর হইয়াছে ; আমরাই কি কেবল তাঁহার উপাসনা হইতে বিরত থাকিব ? তিনিই এই নব ঋতু, নব পত্র, নব নব কলিকা প্রেরণ করিতেছেন। যিনি ব্যাধিকে আরোগ্যে, বিপদ্‌কে সম্পদে, পরাজয়কে জয়ে পরিণত করেন ; তিনিই বসন্তের প্রকাশ করেন। যিনি শীতকে বসন্তে, ব্যাধি আরোগ্যে, বিপদ সম্পদে, পরাজয় জয়ে পরিণত করেন ; তিনি কি মৃত্যুকে অমৃততে পরিণত করিতে পারেন না ? সেই পারলৌকিক জীবন বসন্তের ন্যায় আমাদিগের সম্বন্ধে স্ফুরিত হইবে ; বাহ্য সূর্য্য আমাদিগের সম্মুখে এক্ষণে যেরূপ দীপ্তি পাইতেছে, তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর রূপে প্রেম-সূর্য্য পরলোকে আমাদের সম্মুখে দীপ্তি পাইবেক। যে মঙ্গলময় পিতা আমাদিগকে ইহকালে ধর্ম্মাচরণের সুখের পর আবার পরলোকে এরূপ আনন্দ

প্রদান করিবেন, তাঁহার উপাসনাতে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাক। তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর; তাহা হইলে বসন্তের কুসুম অপেক্ষা তোমাদের হৃদয় মধুময় হইবে, বসন্তের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সৌন্দর্য্য তোমাদের মুখ-শ্রীতে প্রকাশিত হইবে, মলয়সমীরণ অপেক্ষা প্রফুল্লকর আত্ম-প্রসাদের হিল্লোল তোমাদের অন্তরে নিত্য সঞ্চরণ করিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে ব্রহ্মোপাসনা *।

১১ ফাল্গুন ১৭৮৯ শক।

কি নিভৃত স্থান! কি শান্তিভাবে পরিপূর্ণ! মনোমধ্যে কি প্রগাঢ় শান্তি-রসের আবির্ভাব হইতেছে! এই মহা প্রাচীন তপোবনে প্রবেশকালে আমাদিগের স্বর স্বভাবতঃ মৃদু হইয়া

* মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন ব্রহ্মাবর্ত্তে স্থিত। ব্রহ্মাবর্ত্ত অর্থাৎ বিঠুর গ্রাম, কানপুরের অতি সন্নিকট। এইরূপ প্রবাদ আছে যে তথায় মহর্ষি বাল্মীকি বাস করিতেন। অদ্যাপি লোকে এক বিশেষ বন তাঁহার তপোবন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। উহার অনতীদূরে সীতা-পরিহার নামে এক স্থান আছে, লোকে বলে যে ঐ স্থানে সীতাকে লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া যান। ঐ স্থানে পরিহারমন্দির নামক একটী অপূর্ব্ব মন্দির আছে। কত রাজপরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু এই তপোবন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, কোন অত্যাচারী মুসলমান রাজা অথবা ভুস্বামী তাহা স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। উপাসনা কার্য্য দুই প্রহরের সময় তপোবনের অভ্যন্তরে পিলু বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় সম্পাদিত হইয়াছিল; এই পিলু বৃক্ষ আর্য্যাবর্ত্তের অপর দুই এক তীর্থস্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। তপোবনের বৃক্ষসকল দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে কালক্রমে তাহাদের শাখা সকল কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই বক্তৃতার অন্তর্গত কতিপয় শব্দ ও বাক্য বাল্মীকির রামায়ণ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। সেই দিবস অপরাহ্ণে নদীতীরে বাল্মীকির অক্ষয় কীর্ত্তির বিষয় বলা হয়। সেই বক্তৃতা হইতে "ভাবী ব্রাহ্ম কবি বর্ণন" এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আসিল। বোধ হইতেছে যেন, তপঃস্বাধ্যায়নিরত মহর্ষি বাল্মীকির আত্মা অদ্যাপি এখানে সঞ্চরণ করিতেছে। যখন আমরা মনে করি যে তিনি এই তপোবনে রামায়ণের প্রারম্ভে পরিকীর্ত্তিত যে অজ নির্গুণ গুণাত্মক লোকধারী পুরুষের উপাসনা করিতেন, আমরা অদ্য এখানে প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসর পরে সেই নিরতিশয় মহান্ পুরুষের উপাসনা করিতেছি। যখন আমরা মনে করি যে তিনি যে ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, সেই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আমরা এখনও উপাসনা করিতেছি। যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে উপনিষদের শ্লোক সকল তিনি পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দরস পান করিতেন, সেই সকল উপনিষদের শ্লোক আমরা পাঠ করিয়া অদ্য সেই ব্রহ্মানন্দ-রস পান করিতেছি, তখন আমাদিগের মনে কি বিস্ময়-রসের আবির্ভাব হয়! ইহাতে বোধ হইতেছে যে যাবৎ গিরি ও স্রোতস্বতী সকল মহীতলে স্থিতি করিবে, তাবৎ ব্রহ্ম নাম, তাবৎ প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম এই ভারতমণ্ডলে বিদ্যমান থাকিবে। যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে সকল গভীর মহোচ্চ সত্য-ভাব-প্রতিপাদক শব্দ আমাদিগের প্রাচীন ঋষিরা হিমবৎ গুহাদি হইতে নিঃসারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, সেই সকল শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক আমরা এখনও ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি, তখন স্বদেশ-প্রেমাগ্নি আমাদিগের হৃদয়-মধ্যে কিরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। হে ব্রাহ্মগণ! ইহা তোমাদিগের পৈতৃক ধন; এই পৈতৃক ধনকে তোমরা কখন অবহেলা করিও না। এই পৈতৃক ধনের সাহায্য লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান্ হও, তাহা হইলে অচিরাৎ

ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক জয়পতাকা ভারতরাজ্যে উড্ডীন হইবে। ঈশ্বর-স্বরূপ-প্রতিপাদক এরূপ বাক্য অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদিগের দেশের বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে যেমন বৈকুণ্ঠের কথা আছে, তেমনি অন্য অন্য জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ আছে যে, পরমেশ্বর সর্ব্ব স্থান অপেক্ষা এক বিশেষ স্থানে অধিকতর প্রকাশমান আছেন। উপনিষদে ঈশ্বর-স্বরূপ সম্বন্ধে এরূপ হীন ভাব দৃষ্ট হয় না। উপনিষৎকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বর "বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্।" ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ ও মঙ্গলস্বরূপ, কিন্তু সৃষ্ট মনের গুণ সকল তাঁহাতে কিছুই নাই। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বর "অমনোঽতেজস্কমপ্রাণ-মমুখমমাত্রম্" "তিনি মন রহিত, তেজ রহিত, প্রাণ রহিত, মুখ রহিত, উপমা রহিত"। এরূপ মহোচ্চ ভাবে অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম-বক্তা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। "সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এই সকল অপ্রমেয় গভীর ভাবপূর্ণ বাক্য যাঁহারা উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সেই সকল বাক্য-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের প্রতি এমত প্রীতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যাহা অন্য লোকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহারা কি মহাত্মা ছিলেন! সেই সকল শান্ত গম্ভীর-প্রকৃতি মহাত্মাদিগের যে দোষ থাকুক না কেন, তাঁহাদিগের কতকগুলি অসাধারণ গুণও ছিল। তাঁহাদিগের চারটি গুণ অনুকরণ করিবার যোগ্য।

প্রথমতঃ, ঋষিরা ঈশ্বর-গত-প্রাণ ও ঈশ্বর-গত-চিত্ত

ছিলেন ; তাঁহারা পরমাত্মাতে ক্রীড়া ও পরমাত্মাতে রমণ করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সম্পাদনে অতীব যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বর-স্মরণ নিশ্বাসপ্রশ্বাসবৎ সহজ ও স্বভাব-সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। আমাদিগের এই রূপ যোগ সম্পাদনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। পরমাত্মার সহিত সকল বস্তুর স্বাভাবিক যোগ আছে; তিনি যদি আপনাকে সকল বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া লয়েন, তাহা হইলে এখনই সকল বস্তু বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মার আত্মার সঙ্গে আত্মারও স্বভাবতঃ নিগূঢ় যোগ আছে। পরমাত্মা যদি জীবাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া লয়েন, তাহা হইলে জীবাত্মা এখনই বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হয়। সচরাচর যাহাকে যোগ বলে, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার যে স্বাভাবিক যোগ আছে, তাহা উজ্জ্বল রূপে সর্ব্বদা অনুভব করা। কিন্তু সেই রূপ যোগ অভ্যাস করিতে গিয়া যেন আমাদিগের অন্যান্য মহান্ কর্ত্তব্য সকল বিস্মৃত না হই। আমাদিগের মনে যেন এই সত্য সর্ব্বদা জাগরূক থাকে যে সংসারই সমাধির পরীক্ষাক্ষেত্র। সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন কালে যদি ঈশ্বর-স্মরণ আমাদিগের মনে প্রদীপ্ত থাকে, তবে তাহাই যথার্থ যোগ। এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম ঋষিরা যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য, "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" "যিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, যিনি পরমাত্মাতে রমণ করেন ও সৎক্রিয়ান্বিত হয়েন, তিনি ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

দ্বিতীয়তঃ, ঋষিদিগের ন্যায় আমাদিগের শান্তপ্রকৃতি হওয়া কর্ত্তব্য। শান্ত সমাহিত না হইলে ঈশ্বর-স্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাত হয় না। আমাদিগের দুরন্ত দুষ্প্রবৃত্তি সকল দমন না করিলে আমরা কখনই ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইব না। যদি আমরা প্রবৃত্তি-স্রোত দ্বারা সর্ব্বদা নীয়-মান হই, তবে আমরা ঈশ্বরের অধীন কি রূপ হইতে পারি? ঋষিরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন, শান্ত সমাহিত না হইলে কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
না শান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈন মাপ্নয়াৎ॥"

ঋষিরা ঈশ্বরকে প্রিয় রূপে উপাসনা করিতেন, কিন্তু শান্ত রূপে উপাসনা করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদিগের অসামান্য প্রীতি ছিল। তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য ধন মান সকলই পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরকে শান্ত রূপে উপাসনা করিতেন। তাহারা বলিয়া গিয়াছেন "প্রিয়মুপাসীত" কিন্তু "শান্ত উপাসীত"। ইহা যথার্থ বটে যে প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি অত্যন্ত উষ্ণ রূপ ধারণ করে; এমন কি উপাসককে উন্মত্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু যতই প্রীতি প্রগাঢ় ও পরিপক্ক হয়, ততই তাহা উষ্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব ধারণ করে। প্রিয় পত্নীর সহিত নব প্রণয় কালে প্রীতি কি উষ্ণরূপ ধারণ করে? কিন্তু যতই তাঁহার প্রতি প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যতই তাহা কাল সহকারে প্রগাঢ় ও পরিপক্ক হইতে থাকে, ততই তাহার উষ্ণতা তিরোহিত হয়। বন্ধুর প্রতি প্রীতিও তদ্রূপ জানিবে। অভিনব প্রীতি একরূপ; পরিপক্ক

প্রীতি অন্যরূপ। ঈশ্বর শান্ত-স্বরূপ; যদি আমাদিগের প্রকৃতিকে ঈশ্বরের অনুগত করা ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য হয়, তবে শান্ত-স্বরূপ ঈশ্বরকে শান্ত ভাবে উপাসনা করা বিধেয়। শান্ত ভাবে সর্ব্বদা ঈশ্বরের মাধুর্য্যের গাঢ় আস্বাদনই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা। কোন ঋষি এই রূপ উক্তি করিয়াছেন যে,—

"নিস্তরঙ্গোঽতিগম্ভীরঃ সান্দ্রানন্দসুধার্ণবঃ।
মাধুর্য্যৈকরসাধার এক এবাস্তি সর্ব্বতঃ॥"

"ঈশ্বর নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর নিবিড় আনন্দস্বরূপ, সুধা-সমুদ্র, মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার ও সর্ব্বস্থানব্যাপী।" যাঁহার হৃদয় হইতে এই শ্লোক নিঃসৃত হইয়া ছিল, তিনি কি রূপ ঈশ্বর-প্রেমী না ছিলেন। "ঈশ্বর সুধাসমুদ্র ও মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার" যিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বরের মাধুর্য্য ও শান্তি কি রূপ আস্বাদন না করিয়াছিলেন। যে মহর্ষি এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বশিষ্ঠ; তিনি কত বার এই তপোবনে আগমন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির সঙ্গে ব্রহ্মপ্রসঙ্গ করত ব্রহ্মানন্দপীযূষ পান করিয়াছিলেন; আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়াও এখানে সেই প্রসঙ্গ করত সেই পীযূষ পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

তৃতীয়তঃ, মহর্ষিরা যশস্পৃহা-শূন্য ছিলেন। এবিষয়ে তাঁহা-দিগের অনুকরণ করা অতীব কর্ত্তব্য। আমরা সংবাদ পত্রে কোন প্রস্তাব লিখিলে, আমরা সেই প্রস্তাবের লেখক ইহা লোককে জানাইবার জন্য কতই ব্যগ্র না হই, কিম্বা বক্তৃতা করিয়া প্রশংসা-সূচক যথেষ্ট করতালি প্রাপ্ত না হইলে আমরা কতই ক্ষুণ্ণ না হই, কিন্তু মহর্ষিরা এই রূপ যশোলোলুপ ছিলেন না,

তাঁহারা আপনাদিগের নাম না দিয়া কতই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কত ধর্ম্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় আছে, যাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার কোন নাম নাই। মহর্ষিরা যশের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না, তাঁহারা অস্থায়ী যশের জন্য ব্যাকুল ছিলেন না, জগতের মঙ্গল সাধন হইলেই তাঁহারা সন্তোষ লাভ করিতেন। কিসে জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন হয়, এই বিষয়ে তাঁহাদিগের ভ্রম ছিল ; ভ্রম-শূন্য মনুষ্য কোথায় আছে? কিন্তু জগতের মঙ্গল সাধনই তাঁহাদিগের কার্য্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

চতুর্থতঃ, ঋষিরা আড়ম্বর-প্রিয়তা-শূন্য ছিলেন। তাঁহাদের ব্রহ্মোপাসনায় আড়ম্বর ছিল না। ব্রহ্মোপাসনায় আড়ম্বর যত বৃদ্ধি পায়, ততই আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য না থাকিয়া কেবল বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি লোকের মনোযোগ বর্দ্ধিত হয়। ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করিয়া তাঁহার মাধুর্য্য ক্রমাগত আস্বাদন করার সঙ্গে বাহ্যাড়ম্বর সঙ্গত হয় না।

ঋষিদিগের এই সকল গুণ অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহাদিগের দোষ অনুকরণে যেন আমরা প্রবৃত্ত না হই ; শান্তভাব অবলম্বন করিতে গিয়া লোক-সমাজের প্রতি আমাদিগের মহান্ কর্ত্তব্য সকল যেন আমরা বিস্মৃত না হই। ঋষিরা লোক-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, যেমন ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে হইবে, তেমনি তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনও করিতে হইবে। এই দুই-

এর সমন্বয় অতি দুষ্কর কার্য্য, কিন্তু তাহা অবশ্য আমাদিগকে সম্পাদন করিতেই হইবে।

হে নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর শান্তি-সমুদ্র! হে নিবিড়-আনন্দ-স্বরূপ! হে সুধা-পারাবার! হে মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার! তোমার প্রতি আমাদিগের মনকে আকর্ষণ কর, যাহাতে আমরা তোমার সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সম্পাদন করিতে পারি, যাহাতে তোমার মনন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় নিয়ত সম্পাদিত হইয়া সহজ ও আমাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, এমত ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদান কর। হে "শান্ত শিব অদ্বৈত!" আমাদিগের মনে অপার শান্তি প্রেরণ কর, দুরন্ত ইন্দ্রিয় সকল আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, আমাদিগকে রক্ষা কর। ঋষিদিগের বলবৎ স্কন্ধের উপর তুমি অপেক্ষাকৃত লঘুভার অর্পণ করিয়াছিলে, কিন্তু আমাদিগের ক্ষীণ স্কন্ধের উপর তুমি অতীব গুরুভার অর্পণ করিয়াছ। কি রূপে তোমার প্রতি প্রীতি ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনের সমন্বয় সম্পাদন করিব এই চিন্তাতে আমরা আকুল হইতেছি। এক এক বার সংসারের ভীষণ তরঙ্গ দেখিয়া যখন আমরা ভয়েতে ম্রিয়মাণ হই তখন বোধ হয় যে ঋষিরা সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া একপ্রকার ভালই করিতেন; কিন্তু লোক-সমাজের প্রতি আমাদিগের মহান্ কর্ত্তব্য যখন স্মরণ করি, তখন লোক-সমাজের দিকে আমাদিগের মন অতি-শয় হেলিত হয়। হে নাথ! আমরা বিষম শঙ্কটে পতিত হইয়াছি; আমাদিগের ক্ষীণ স্কন্ধ এ দুঃসহ ভার সহ্য করিতে অক্ষম হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের স্কন্ধকে কেন আমরা ক্ষীণ

মনে করিতেছি ? যখন তুমি আমাদিগের প্রতি ঐ ভার অর্পণ করিয়াছ তখন অবশ্য আমাদিগকে উপযুক্ত বল প্রদান করিবে। আমাদিগের চিত্ত যেন সর্ব্বদা তোমাতে সমর্পিত থাকে। দিগ্‌যন্ত্রের শলাকা যেমন উত্তর মুখে সর্ব্বদা অবস্থিত থাকে, সেই রূপ আমাদিগের আত্মা যেন সর্ব্বদাই তোমার দিকে অভিমুখীন থাকে। হে জীবন-সমুদ্রের ধ্রুবতারা! তোমার জ্যোতি দর্শন করিয়া জীবন-সমুদ্রে যেন আমরা পোত পরিচালনা করিতে সমর্থ হই। যদি পোতের কম্পিত ভাব বশতঃ সেই জ্যোতি আমরা জীবন-সমুদ্রের উপর কম্পিত ভাবে দর্শন করি, তথাপি তাহা যেন কখন আমাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ভাবী ব্রাহ্ম কবি বর্ণন।

"বাল্মীকির অক্ষয়কীর্ত্তি" এই শিরস্কযুক্ত বক্তৃতার উপসংহার অংশ *।

হা! কবে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বাল্মীকির ন্যায় অসাধারণ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন মহাকবি উদিত হইবেন! বাল্মীকি রূপ কোকিল কবিতা-শাখায় আরূঢ় হইয়া রাম, রাম, এই মধুরাক্ষর কূজন করিয়াছিলেল। আমাদিগের কবি কবিতা-শাখায় আরূঢ় হইয়া তাহা অপেক্ষা অসংখ্য গুণে মধুর ব্রহ্ম নাম কূজন করিবেন। তিনি কোন মর্ত্ত্য রাজার মহিমা সংকীর্ত্তন করিবেন না, তিনি সেই পরম পুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করিবেন, যিনি "রাজগণরাজা মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবনপালক প্রাণারাম"। কেবল অযোধ্যা কিম্বা দাক্ষিণাত্য কিম্বা সিংহলদ্বীপ তাঁহার বর্ণনাক্ষেত্র হইবে না, অসীম বিশ্বরাজ্য তাঁহার বর্ণনাক্ষেত্র হইবে। তিনি বাল্মীকির ন্যায় সত্য ঘটনার সঙ্গে অলীক কল্পিত ঘটনা সকল বিমিশ্রিত করিয়া বর্ণনা করিবেন না, তিনি কেবল সত্যই বর্ণনা করিবেন। গ্রহনীহারিকা হইতে এখনও কিরূপ গ্রহ নক্ষত্রের উৎপত্তি হইতেছে, সূর্য্য আর এক দূরস্থ সূর্য্যকে কিরূপ প্রদ-

---

* এই বক্তৃতা মৎপ্রণীত "বিবিধ প্রবন্ধ" নামক গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

ক্ষিণ করিতেছে, উত্তপ্ত ধাতুময় পিণ্ড হইতে পৃথিবী কি রূপে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্তরস্থ স্তরে উপন্যাস রচকের কল্পনা শক্তির অতীত কি কি অদ্ভুত পদার্থ সকল নিহত রহিয়াছে, অবনীমণ্ডলের উপরিভাগে কি কি আশ্চর্য্য পদার্থ সকল আছে, এক কেন্দ্র হইতে আর এক কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত মহাসমুদ্রের গর্ভে কি কি চমৎকার জীব জন্তু ও উদ্ভিদ সকল আছে, তিনি অলৌকিক কবিত্ব শক্তি সহকারে এই সকল বর্ণনা করিবেন। তিনি দেশ ভেদে কাল ভেদে ঈশ্বরের অসীম রচনা সকল অবিনশ্বর কবিতাতে কীর্ত্তন করিবেন। তিনি যেমন নৈসর্গিক পদার্থ সকল বর্ণনা করিবেন তেমনি পুরাবৃত্তে বিবৃত ঘটনা সকলেও ঈশ্বরের হস্ত আমারদিগকে সন্দর্শন করাইবেন। তিনি এই সকল বিষয় বর্ণনা কালে এই রূপ মধুর হিতোপদেশ প্রদান করিবেন যে, লোকের মন তাহা শ্রবণ করিয়া একবারে বিমুগ্ধ হইবে। কখন বা বজ্রের ন্যায় তাঁহার কবিতা তেজস্বী ও গম্ভীরস্বন হইবে; কখন বা সুমন্দ মারুত-হিল্লোল-স্পন্দিত গোলাবের ন্যায় তাহা সুললিত হইবে। তিনি প্রকৃতি রূপ বীণা যন্ত্র বাদন করিয়া এইরূপ গান করিবেন যে মর্ত্ত লোক স্তব্ধ হইয়া শুনিবে, বোধ হইবে যেন কোন স্বর্গলোক বাসী দেব পুরুষ গান করিতেছেন। হা! এমন কবি কবে আমাদিগের মধ্যে উদিত হইবেন? জগদীশ্বর আমাদিগের এই প্রত্যাশা কোন দিন অবশ্য পূর্ণ করিবেন।

শরচ্চন্দ্রালোকে ব্রহ্মোপাসনা।

মেদিনীপুর।

ভাদ্র ১৭৮৮ শক।

(চন্দ্রগ্রহণের পর উপাসনায় ব্যক্ত)

বাহিরে শারদীয় পূর্ণ-চন্দ্রের উদয় ; ভিতরে সেই প্রেম পূর্ণ-চন্দ্রের উদয়। সেই প্রেম-পূর্ণ-চন্দ্রকে দর্শন করিলে রোগ, শোক, বিষাদ কোথায় পলায়ন করে। সেই ব্যক্তি যথার্থ শূর, যিনি সাংসারিক বিপদকে অতিক্রম করিয়া সেই শুভ্রাংশুর জ্যোতিতে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করেন। বাহিরে পূর্ণ-চন্দ্র ইতি-পূর্ব্বেই রাহুগ্রস্থ হইয়া মলিন হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া নব জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে। সেই রূপ আমাদের আত্মা কখন কখন পাপ-রাহু-গ্রস্ত হইয়া মলিন হয়, পুনর্ব্বার ঈশ্বরপ্রসাদে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হয়। সাবধান, যেন পাপ-রাহু দ্বারা আমাদের আত্মা আক্রান্ত না হয়। সংসারের সুখ দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুখ দুঃখ আমাদের অধীন নহে ; কিন্তু আমাদিগের আত্মা আমাদিগের অধীন। আমাদের আত্মাকে হয় আমরা পবিত্র রাখিতে পারি কিম্বা পাপ-পঙ্কে কলঙ্কিত করিতে পারি। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের জ্যো-তিতে জ্যোতিষ্মান্ থাকে, সেই রূপ আমাদিগের আত্মা সেই

পরমাত্মার আলোকে উজ্জ্বল হয়, নতুবা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। যতক্ষণ পাপরূপ রাহু সেই আলোকের বিচ্ছেদ সাধন করে ততক্ষণ আমাদের আত্মা নিষ্প্রভ থাকে। পাপ হইতে পরিত্রাণ হইলেই আমরা ঈশ্বরের আলোক স্বভাবতঃ পাইয়া কৃতার্থ হই। আমরা যেন সর্ব্বদা এই চেষ্টা করি যে যেমন মনুষ্য এই শারদীয় পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোতিতে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দ লাভ করে সেইরূপ আমরা সেই আধ্যাত্মিক প্রেম-শশীর কিরণে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিয়া তদপেক্ষা অসংখ্যগুণে শ্রেষ্ঠতর আনন্দ উপভোগ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রহ্মস্তোত্র ।

আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ ।

পৌষ ১৭৮৯ শক ।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগের প্রতি যে সকল করুণার চিহ্ন অহরহঃ বর্ষণ করিতেছ তাহার জন্য আমরা একান্তমনে তোমাকে কৃতজ্ঞতাপুষ্প প্রদান করিতেছি। সকল প্রকার নির্দোষ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। দর্শন-জনিত সুখজন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সুন্দর দিবালোক যাহা স্বীয় মনোহর আলিঙ্গন দ্বারা সমস্ত জগতকে কৃতার্থ করে তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। সুরম্য চন্দ্রালোক যাহা সজন নগর ও বিজন গহনকে কবিত্ব ভাবে ভূষিত করিয়া রমণীয় করে, তাহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। রত্ন-মণি-খচিত অম্বর দর্শন জনিত সুখ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। প্রাতঃকালে শিশিরবিন্দু রূপ মুক্তামালাধারিণী কুসুম-কুন্তলা ধরণীকে দর্শন করিয়া যে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করি, তজ্জন্য আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতা-পুষ্প প্রদান করিতেছি। নয়ন-রঞ্জন আরক্ত উষা জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ললাটে একটীমাত্রতারারত্নধারিণী গোধূলীর মধুর ম্লান সৌন্দর্য্য জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। বসন্তকালের নব পত্র, নব দ্রুম ও নব নব কলিকা জন্য

ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শরৎকালের হরিত বর্ণ শস্য ক্ষেত্রের মনোহর লহরী-লীলা দর্শন জনিত সুখ জন্য কৃতজ্ঞ হইতেছি। মনুষ্য-রচিত শিল্পসৌন্দর্য্য জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দর্শনজনিত সুখ ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সুখ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। অমৃত ফলের আস্বাদ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উদ্যান ও উপবনের প্রাণ-আহ্লাদকর সৌরভ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। বীণা বেণু ও মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি ও হৃদয়-দ্রবকারী সঙ্গীত স্বর জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নিদাঘ কালের মন্দ মন্দ মলয় সমীরণ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। সকল প্রকার নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়-সুখ জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা-পুষ্প প্রদান করিতেছি। ইন্দ্রিয়-সুখ অপেক্ষা অসংখ্য গুণে উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও বিজ্ঞান জনিত সুখ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নভো-মণ্ডলে উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ নিয়োগ করত তোমার উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যের তত্ত্ব আমরা পর্য্যালোচনা করিয়া যে মহদানন্দ প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তরু গুল্ম লতায় প্রদর্শিত তোমার শিল্প-নৈপুণ্য আলোচনা করিয়া যে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করি, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। পৃথিবীর অন্তরস্থ স্তর সকলেতে তোমার হস্ত-লিখিত মহাকাব্য পাঠ করিয়া যে অদ্ভুত আনন্দ প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মনোরাজ্যে পরিব্যক্ত তোমার আশ্চর্য্য সুসূক্ষ্ম-কৌশল-বর্ণনা-কারী মনো-বিজ্ঞান পাঠ করিয়া যে বিস্ময়-রস উপভোগ করি, তজ্জন্য

আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। পুরাবৃত্তে মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক মহাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া যে প্রভূত আনন্দ প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার মহিমা গান করিতেছি। সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে যে আনন্দ প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। জ্ঞান ও বিজ্ঞান জনিত সুখ হইতে অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মামৃত পান দ্বারা আমরা কি প্রগাঢ় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করি! পরোপকার-জনিত সুখ কি মধুর! নিরন্নকে অন্ন দান দ্বারা আমাদিগের ভোজন-সুখ কতই না বর্দ্ধিত করি! নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করিয়া তুমি যে সকলের আশ্রয়, তোমার মঙ্গল স্বরূপ কতই না স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই! অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিকে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া আনন্দ-সাগরে আমরা কতই না ভাসমান হই! এ সকল পরম পবিত্র সুখ জন্য তোমাকে প্রণত ভাবে কৃতজ্ঞতা-পুষ্প উপহার প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। এ সকল সুখের জন্যও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। তোমাতে নির্ভর করিয়া, তোমাতে আত্মা অর্পণ করিয়া যে বাক্যের অতীত সুখ প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য আমরা কি প্রকার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব! আমাদিগের কি ক্ষমতা যে, সেই স্বর্গীয় অলৌকিক সুখের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। তুমি এক এক বার বিদ্যুতের ন্যায় আমাদিগের মনে প্রতিভাত হইয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাহাকে প্লাবিত কর, ইচ্ছা হয়, সেই আনন্দ আমরা দিবা নিশি আস্বাদন করি; কিন্তু আমাদিগের অপবিত্রতা সেই আনন্দকে উপভোগ

করিতে দেয় না। কতবার এইরূপ ইচ্ছা হয়, তোমার পথের একান্ত পথিক হই, কিন্তু পাপ মতির বশতাপন্ন হইয়া আমরা তোমা হইতে দূরে পতিত হই। নাথ! আমাদিগের এ প্রকার দুর্গতি কত দিন থাকিবে? কাতর প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। পরমেশ! পাপ তাপে জর্জ্জরীভূত হইয়া পতিতপাবন যে তুমি, তোমার নিকট পলায়ন করিতেছি। পক্ষি-শাবক যেমন বিপদে পতিত হইলে মাতার নিকট আশ্রয় লইবার জন্য পলায়ন করে, আর সেই মাতা যেমন পক্ষ বিস্তার করিয়া তদ্দ্বারা সেই শাবকগণকে আশ্রয় প্রদান করে, সেই রূপ তুমি আমাদিগকে স্বীয় মঙ্গলময় পক্ষের আশ্রয় প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

মাতৃশ্রাদ্ধকালে প্রার্থনা।

কলিকাতা।

২১শে আশ্বিন রবিবার ১৭৮৯ শক।

মাতাব ন্যায় কোমল বন্ধু জগতে আর নাই। মাতা সেই পরম মাতার স্নেহময়ী প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ। পিতা সন্তানকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, মাতা কিন্তু তাহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পুত্র পিতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মাতারকোমল অঙ্কে আশ্রয় লাভ করে। এমন প্রিয় বস্তুর বিয়োগ হইলে সকলেই শোকাকুল হয়। কিন্তু এতদ্রূপ বিয়োগে অনেক ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারককে বিশেষ দুঃখিত হইতে হয়। তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য, স্বদেশের জন্য মাতার মনে ক্লেশ প্রদান করিতে বাধ্য হয়েন। মাতা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দারুণ মনোব্যথায় ব্যথিত হয়েন। যেখান হইতে তাঁহারা চিরকাল প্রিয় ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, সেখান হইতে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। কোথায় সন্তান তাঁহাকে সুখে রাখিবে, তাহা না হইয়া সে তাঁহাকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করে। কোথায় তিনি প্রত্যাশা করেন যে, লোকে তাঁহার সন্তানকে প্রশংসা করিবে, তাহা না হইয়া তাহাকে লোকের নিন্দাভাজন হইতে দেখিয়া তিনি দুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয়ে চিরকাল যাপন করেন। হে মাত! ধর্ম্মের জন্য, স্বদেশের হিত সাধন জন্য তোমার মনে কতই না

ক্লেশ প্রদান করিয়াছি! তোমার কোমল মনকে এত যন্ত্রণা দিয়াছি যে, তুমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলে! তোমার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিল; তুমি যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করিতে, সেই ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ আমাকে করিতে দেখিয়া তোমার মন কি ভয়ানক আঘাত না প্রাপ্ত হইয়াছিল। তুমি যখন আমার বাল্যাবস্থায় আমাকে তোমার মস্তকের উপর স্থাপন করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে, তুমি কি তখন মনে করিয়াছিলে যে, আমি তোমার স্নেহের এইরূপ প্রতিশোধ দিব? যে পুত্র দ্বারা, তুমি মনে করিয়াছিলে, বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহারই দ্বারা বংশের উপর কলঙ্ক পতিত হইল। যে পুত্রকে তুমি এইরূপ মনে করিয়াছিলে যে, সে লোকের প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়া তোমার মনকে আহ্লাদে নৃত্যমান করিবে, সেই পুত্র লোকের নিন্দা-ভাজন হইয়া তোমার মনকে দারুণ ক্লেশ প্রদান করিল। যে পুত্রের জন্য তুমি লোকের আদৃতা হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলে, তাহার জন্য তুমি লোকের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছিলে। এই কি তোমার সুকোমল স্নেহের প্রতিক্রিয়া হইল? তুমি মনের খেদে এ পর্য্যন্ত কাতর উক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলে যে কি কালসর্প আমার উদরে আমি ধারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু হে মাতঃ! তুমি এক্ষণে পরলোকবাসী হইয়া যে উন্নত জ্ঞান লাভ করিয়াছ, সেই জ্ঞান সহকারে তুমি কি এখন আমাকে ক্ষমা করিতেছ না? ক্ষমা করা দূরে থাকুক, তুমি কি আমার কার্য্য সকল আলোচনা করিয়া আহ্লাদিতা হইতেছ না? আমার বোধ হইতেছে যেন তোমার আত্মা এই-স্থানে উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিতেছে। তোমার মনে এত দারুণ কষ্ট প্রদান করিয়াছি, তথাপি তোমার স্নেহের ন্যূনতা হয় নাই। তুমি তোমার শেষ পাড়ার সময় নিজের ক্লেশের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমার হিতকর কার্য্য সাধনে ব্যস্ত ছিলে ; সেই পীড়ার সময় আমি ভাল খাইব বলিয়া, আমার পুনঃপুনঃ নিষেধ বাক্য না শুনিয়া আমার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করার কথা যখন আমার মনে হয়, তখন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমন সুকোমল স্বর্গীয় স্নেহ কি আর দেখিতে পাইব ? আমার প্রতি এরূপ স্নেহের দৃষ্টান্ত দেখা জন্মের মত ফুরাইল ? এখন কতই চিন্তা আমার মনকে আকুলিত করিতেছে, তোমার প্রতি কতই যত্নের ত্রুটি স্মরণ হইতেছে, কতই শুশ্রূষার ন্যূনতা মনে পড়িয়া যন্ত্রণা-রূপ পেষণীযন্ত্রে আমার চিত্তকে নিপীড়িত করিতেছে। মা ! আর কি তোমার সহিত দেখা হইবে না যে, সেই সব যত্নের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিব ? আমার হৃদয় বলিয়া দিতেছে যে তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, যে তুমি পুনরায় আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিবে।

হে বিশ্বপিতা অখিলমাতা পরমেশ্বর! তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় আমার স্নেহময়ী মাতা এ লোক হইতে অবসৃত হইলেন। তোমার এই শুভ সংকল্প সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি আমা-দিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে আর আমরা তেমন স্নেহপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না। তেমন স্নেহগর্ভ আহ্বান আর শুনিতে পাইব না। আমরা এ জন্মের মত সে অভয় ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইলাম। তিনি তোমার মঙ্গল ভাবের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার ভাব

দেখিয়াই তোমার মাতৃভাব উপলব্ধি করিয়াছি। তিনি আমাদের সুখে সুখী হইতেন, আমাদের দুঃখে দুঃখ ভোগ করিতেন, আমাদের রোগে রুগ্ন হইতেন, এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেন। এক্ষণে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি তাঁহার সেই কোমল আত্মাকে আপনার ক্রোড়ে রক্ষা কর। তাঁহাকে সংসারের পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার শান্তি-নিকেতন লইয়া যাও। আমাদের কৃতজ্ঞতা যেন চিরকাল তাঁহার প্রতি জাগরিত থাকে। তোমার প্রসাদে আমাদের এই বংশ যেন তোমার ধর্ম্ম পথে চিরকাল অবস্থান করে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী মুলতান।—তাল একতালা।

সকলি তাঁহারি কৃপায়,
ভাল মন্দ ভাব কেবল নিজ মূঢ়তায়।
দুঃখ-বেশ সুখ ধরে,
জীব না চিনিতে পারে,
সতত আছে তাঁহার মঙ্গল ছায়ায়॥ *

রাগিণী পরজ।—তাল চৌতাল।

তোমারি মহিমা অপার, নাথ! বলা নাহি যায়,
তুমি অগম, অগোচর, নিরঞ্জন, নিরাকার।
সকল দেব সমস্বরে, সদা যশ ঘোষণা করে,
তবুও না পারে করিতে অন্ত তাহার॥

---

* এই গীতের প্রথমাংশ একটি বন্ধুর বিরচিত।

রাগিণী বাগেশ্রী।—তাল আড়াঠেকা।

জেনেছি নাথ! তুমিই পশিছ অন্তরে আমার,

আপন সুগন্ধ গুণে আপনি পড়েছ ধরা।

হৃদয় ধামে নিলীন হতেছ, সখা!

কৃতার্থ করিয়ে অধীনে॥

রাগিণী বেহাগ।—তাল কাওয়ালি।

কি মধুর বেণু রব লাগিছে শ্রবণে

নির্জ্জন নিস্তব্ধ এই তামস নিশীথে!

এমতি লাগয়ে হিয়ে বিভু আহ্বান,

ধন জন পলায়ন করয়ে যখন,

বিপদ আঁধার আসি ঘেরয়ে চৌদিকে॥

সম্পূর্ণ।